হেমেন্দ্রকুমার রায়

সন্ধ্যার পরে সাবধান

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

প্রচ্ছদ: **Sisir Suvro**

Need More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

www.shishukishor.org

শিশু-কিশোর.অর্গ

www.shishukishor.org

কামরা আর আমরা

মা বললেন, ওরে আজ অগস্ত্য যাত্রা। আজকে বিদেশে যেতে নেই।

সুটকেশটা গোছাতে গোছাতে আমি বললুম, কেন বল দেখি? আজ বিদেশে গেলে কি হয়?

মা বললেন, 'আজকে যাত্রা করে অগস্ত্যমুনি আর ফিরে আসেননি।

আমি বললুম, অগস্ত্যমুনির বৌ ভারি কোঁদল করত। তার ভয়েই "এই আসি" বলে তিনি পিঠটান দিয়েছিলেন।

মা প্রতিবাদ করে বললেন, কৈ, শাস্তরে তো সে কথা লেখে না!

আমি বললুম, শাস্ত্রে সে কথা লিখলে অগস্ত্যমুনির বউ মানহানির মামলা এনে শাস্ত্রকারকে জব্দ করে দিতেন যে! কাজেই শাস্ত্রকাররা সে কথা চেপে গিয়েছেন।

মা বললেন, না রে, না। বিন্ধ্য-পাহাড় —

আমি বাধা দিয়ে বললুম, থাক মা, ও-গল্প আমিও জানি। তোমার কোন ভয় নেই মা, মাসখানেক ভারতবর্ষের বুকে বেড়িয়ে আবার আমি ঠিক ফিরে আসবই। তোমার মত মাকে ছেড়ে কোন ছেলে কি ঘর ভুলে থাকতে পারে? এই নাও, একটা প্রণাম নিয়ে হাসিমুখে আমাকে আশীর্বাদ কর।

মা খুঁৎ খুঁৎ করতে করতে আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

যতীন আর আমি, দুই বন্ধুতে দেশ বেড়াতে বেরিয়েছি। যতীন পড়ে ল-কলেজে, আর আমি মেডিকেল কলেজে।

হাওড়া ইষ্টিশানে গিয়ে একটা সেকেণ্ড কেলাস কামরায় ঢুকলুম। এ-সময়ে কেউ বেড়াতে যায় না বলেই আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। গাড়ীতে ভিড়

www.shishukishor.org

থাকবে না, দিব্যি ধীরে-সুস্থে শুয়ে-বসে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে যেতে পারব। পূজোর সময়ে আর বড়দিনে বেড়াতে যাওয়ার পায়ে নমস্কার। সে কি বেড়াতে যাওয়া, না নরক যন্ত্রণা ভোগ করা?

প্রথমেই আমাদের বেনারসে যাবার কথা,—সেখানে গিয়ে পৌছাব, কাল প্রায় দুপুরে। সারা রাত ট্রেনেই কাটাতে হবে। কাজেই আমাদের কামরায় লোক নেই দেখে ভারি আনন্দ হল। বাইরের কোন লোক আসবার আগেই তাড়াতাড়ি দুখানা বেঞ্চে দুটে বিছানা বিছিয়ে আমরা দুজনেই শুয়ে পড়লুম।

শুয়ে শুয়ে দুই বন্ধুতে অনেক গল্প হল। তারপর ট্রেন যখন বর্ধমান পার হল, যতীন উঠে আলো নিবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে অন্ধকারেই যতীনের নাক-ডাকার আওয়াজ শুনতে শুনতে আমারও চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে আমার গা ধরে নাড়া দিচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলুম—সঙ্গে সঙ্গে সামনের বেঞ্চ থেকে যতীনও ধড় মড় করে উঠে বসল। আমি বললুম, যতীন, আমার ঘুম ভাঙালে কেন?

যতীন বললে, আমিও তোমাকে ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—তার মানে?

—তুমি তো আমার গা ধরে নাড়া দিচ্ছিলে?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কি হে, আমি তো দিব্যি আরামে ঘুমিয়েছিলুম, তুমিই তো আমার গা-নাড়া দিয়ে আমাকে তুলে দিলে!

যতীন হেসে বললে, বাঃ, বেশ লোক যাহোক। নিজে আমাকে ধাক্কা মেরে তুলে দিয়ে আবার আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে?

www.shishukishor.org

আমি বললুম, না ভাই, সত্যি বলছি, আমি এখান থেকে এক পা নড়িনি। তোমাকে আমি ধাক্কা তো মারিইনি বরং আমাকেই তুমি ধাক্কা মেরেছ। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?

যতীন গম্ভীর স্বরে বললে, গাড়ীতে আর জনপ্রাণী নেই, আমাদের দুজনকে তবে ধাক্কা মারলে কে? চোর-টোর আসেনি তো?

শুনেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমি আবার আলো জ্বেলে দিলুম। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম কামরায় আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই এবং আমাদের মোটমাটগুলোর একটাও অদৃশ্য হয়নি।

যতীন বললে, নিশ্চয়ই চোর এসেছিল। ভাগ্যে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল, তাই চুরি করবার আগেই তাকে সরে পড়তে হয়েছে। বড় বেঁচে যাওয়া গেছে হে।

আমি বললুম, জানলাগুলো সব বন্ধ করে দাও, আর আলো নিবিয়েও কাজ নেই। আচ্ছা জ্বালাতন!

আবার খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প হল। তারপর আবার দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

কিন্তু আবার ঘুম গেল ভেঙে।

এবারে কেউ আর আমাকে ধাক্কা মারছিল না, এবারে কামরার ভিতর থেকে পরিত্রাহি স্বরে একটা কুকুর আর্তনাদ করছিল।

আলো জ্বালিয়ে শুয়েছিলুম, কিন্তু উঠে দেখি, কামরার ভিতরে ঘুটবুট করছে অন্ধকার।

www.shishukishor.org

অন্ধকারে যতীনের গলা পেলুম, সে বললে, এ আবার কি ব্যাপার। আজ কি রাজ্যের আপদ এইখানেই এসে জুটেছে?

কুকুরটা যেভাবে চ্যাঁচাচ্ছে তাতে মনে হল, সে যেন ভয়ানক জখম হয়েছে। কিন্তু কামরার জানলা-দরজা সব বন্ধ, সে ভিতরে এলই বা কেমন করে?

কুকুরটা হঠাৎ একবার খুব জোরে কেঁউ-কেঁউ করে চেঁচিয়েই একেবারে চুপ মেরে গেল।

আমি বললুম, যতীন, আলো নেবালে কে?

যতীন বললে, জানি না তো! আমি ভাবছিলুম, তুমিই নিবিয়েছ?

—কুকুরটা ভিতরেই আছে। বেঞ্চি থেকে পা নামানো হবে না, ব্যাটা যদি খ্যাক্ করে কামড়ে দেয়! তোমার টর্চটা কোথায়?

—আমার পাশে ই আছে।

— জ্বলে দেখ তো, কুকুরটা কোথায় আছে?

যতীন টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগলো, আর আমি আমার মোটা লাঠিগাছটা মাথায় তুলে প্রস্তুত হয়ে রইলুম, কুকুরটা যদি তেড়ে আসে তাহলে তখনি তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।

কিন্তু কামরার কোথাও কুকুরটাকে আবিষ্কার করা গেল না। এখানে কুকুর-টুকুর কিছুই নেই।

'সুইচে' র কাছে গিয়ে দেখি, সুইচ টেপাই আছে। আমি বললুম, সম্ভব। কিন্তু এই যে এখনি কুকুরটা চ্যাঁচাচ্ছিল সে এলই বা কেমন করে আর গেলই বা কেমন করে?

যতীন বললে, কুকুরটা বোধহয় পাশের কামরা থেকে চ্যাঁচাচ্ছিল। আমরা ঘুমের ঘোরে ভুল শুনেছি।

www.shishukishor.org

আমি বললুম, ঠিক বলেছ। কিন্তু আজকে ঘুমের দফায় ইতি। এস, বসে বসে গল্প করা যাক ।—এই বলে আমি বসে পড়লুম—

এবং মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশেই ঠিক যেন আর একজন কে বসে পড়ল।

নিবিড় অন্ধকারে কামরার ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বললুম, নিজের বিছানা ছেড়ে হঠাৎ উঠে এলে যে যতীন?

ওপাশের বেঞ্চি থেকে যতীন বললে, কৈ, আমি তো এখান থেকে উঠিনি!

আমার পাশে হাত বাড়িয়ে দেখলুম, কৈ, কেউ তো সেখানে নেই!

তারপরেই শুনতে পেলুম, আমার কানে কি ফিসফিস করে কথা কইছে। কি যে বলছে, তা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কথা যে কেউ কইছে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই!

হঠাৎ যতীন বললে, মোহন, তুমি কোথায়?

আমি আড়ষ্টভাবে বললুম, আমার বিছানায়।

যতীন সভয়ে বললে, তবে আমার কানে কানে কথা কইছে কে?

জবাব না দিয়ে দু-পাশে দু-হাত বাড়িয়ে দিলুম, কিন্তু কারুর গায়ে হাত লাগল না। অথচ তখনো আমার কানের কাছে মুখ এনে কে ফিসফিস করছে।

ডাক্তারি পড়ি, রোজ দু-হাতে টাটকা বা পচা মড়ার দেহে হাসিমুখে ছুরি চালাই, গভীর রাত্রে একলা মড়ার পাশে আম্লানবদনে বসে থাকি, স্বপ্নেও কখনো ভূত দেখিনি, তবু কেন জানি না, আজকে এই অন্ধকারে আমার সর্বাঙ্গ কি একটা অজানা ভয়ে পাথরের মূর্তির মত স্থির ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—একখানা হাত নাড়বার শক্তিও আর রইল না।

www.shishukishor.org

যতীনেরও বোধহয় সেই অবস্থা। সে প্রায় কান্নার স্বরে বললে, 'মোহন, মোহন, কামরার ভেতরে কারা সব এসেছে, কে আমার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে,—ঐ শোনো, কে আবার চলে বেড়াচ্ছে!

সত্যি কথা! ঘরময় কে চলে বেড়াচ্ছে, খট, খট, খট, খট, খড়মড়, খড়মড়, খড়মড়! এ যেন কোন মাংসহীন হাড়ের আওয়াজ!

এ ভীষণ আওয়াজ আমি জানি, কঙ্কালকে নাড়লে ঠিক এমনি অস্থিঝঙ্কার জেগে ওঠে।

কিন্তু তখন আর আমার নড়বার শক্তি নেই, কে যেন কি যাদু মন্ত্র পড়ে আমার সমস্ত দেহকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছে। আচম্বিতে আর এক ব্যাপার! কামরার এক কোণ থেকে মেয়ে-গলায় কে উ-উ-উ-উ করে কাঁদতে লাগল!

কানের কাছে সেই ফিসফিস কথা, ঘরময় কঙ্কালের সেই চলা ফেরার খট্‌খটানি, এককোণ থেকে মেয়ে-গলায় সেই উ-উ-উ-উ করে কান্না—গাঢ় অন্ধকারে ডুবে, আড়ষ্টভাবে বসে বসে একসঙ্গে এইসব শুনতে লাগলুম। যতীনের কোন সাড়া নেই, সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়নি তো?

ও আবার কি? মার্বেলের গুলির মত দুটো জ্বলন্ত রক্তের মত কি চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে ! কী ও-দুটো? অন্ধকারের অগ্নিময় চক্ষু?

চোখ দুটো ভাসতে ভাসতে আমার কাছ থেকে হাত তিনেক তফাতে এসে শূন্যে স্থির হয়ে রইল। যেন আমাকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করছে। দেখতে দেখতে সেই আগুন-চোখ ফুটোর রং নীল হয়ে এল। রক্ত-রঙে যে চোখ দুটোকে দেখাচ্ছিল ক্রুদ্ধ, নীলরঙে তাদের দেখাতে লাগল বিষাক্ত।

হঠাৎ কেমন-একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ এসে আমাকে চাঙ্গা করে দিলে। এক মুহূর্তে আমার সব মোহ কেটে গেল—আমি একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে, অন্ধকারের

www.shishukishor.org

ভিতরেই দু-হাতে দুদ্দাড় ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলুম—আমি তোদের ভয় করি না, আমি তোদের ভয় করি না, আমি তোদের কারুকে ভয় করি না, সরে যা, সরে যা সব-আমি তোদের কারুকে ভয় করি না।

তৎক্ষণাৎ কামরার ইলেকট্রিক লাইট আবার দপ করে জ্বলে উঠল।

নিজের বিছানায় বসে যতীন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তারও অবস্থা আমার চেয়ে ভালো নয়।

কামরার ভিতরে আর সেই আগুন-চোখ দেখা গেল না—কোনরকম শব্দ বা কান্নার আওয়াজও কানে এল না। আমরা দুজন ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে যতীনের পাশে গিয়ে বসে পড়লুম। যতীন অফুট স্বরে বললে, আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলুম?

আমি বললুম, আমারও তাই মনে হচ্ছে। একদিকে তাকিয়ে যতীন তীব্র স্বরে বলে উঠল, না, স্বপ্ন নয়,— ঐ দেখ।

ঠিক যেন শূন্যকে বিদীর্ণ করে ফিনকি দিয়ে কামরার মেঝের উপরে রক্ত ছিটকে পড়ছে। তাজা, রাঙা রক্ত , রক্তে রক্তে ঘর বুঝি ভেসে যায় ! শূন্য যেন রক্ত প্রসব করছে! ;

আমি আর সইতে পারলুম না—'অ্যালার্ম-কর্ড' ধরে একেবারে ঝুলে পড়লুম।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেমে গেল।

আমি আর যতীন এক এক লাফে ট্রেন ছেড়ে বাইরে গিয়ে পড়লুম।

গার্ড এসে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা ট্রেন থামিয়েছ?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

www.shishukishor.org

—কেন?

—গাড়ীর ভেতরে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। আসল ব্যাপারটা কি, তা আমি বলতে চাই না। কিন্তু ও-কামরার ভেতরে আমরা যদি আর কিছুক্ষণ থাকতুম, তাহলে হয় পাগল হয়ে যেতুম, নয় মারা পড়তুম।

গার্ড খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইল । তারপর বললে, বাবু, তোমার অসংলগ্ন কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। তুমি কি বলতে চাও, ভালো করে বুঝিয়ে বল।

যতীন বললে, ও-কামরায় ভূত আছে?

গার্ড হো হে করে হেসে বললে, কামরায় ভূত? এ একটা নতুন কথা বটে। বাঙালী-বাবুদের মাথা খুব সাফ, ট্রেনের কামরাতেও তারা ভূত আবিষ্কার করে।

আমি বললুম, ভূত কিনা জানি না, কিন্তু ও-কামরার ভেতরে আমরা এমন সব বিভীষিকা দেখেছি, যা স্বাভাবিক নয়।

গার্ড বললে, ‘অ্যালার্ম-কর্ড টেনে, বাজে কথা বলে তোমরা এখন আইনকে ফাঁকি দিতে চাও? ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না, তোমাদের জরিমান দিতে হবে।

আমি বললুম, সাহেব, আমরা জরিমান দিতে রাজি আছি, তবু ও-কামরায় আর ঢুকতে রাজি নই।

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল! কামরার ভিতর থেকে আমাদের জিনিসপত্তরগুলো সবেগে বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল—ট্রাঙ্ক, সুট কেশ, ব্যাগ ও পোঁটলা পুঁটলী প্রভৃতি। ঠিক যেন কে সেগুলোকে

www.shishukishor.org

বাইরে ছুড়ে দিচ্ছে! গার্ড-সাহেব মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি মাটির উপরে বসে পড়ল— নইলে যতীনের স্টীলট্রাঙ্কটা নিশ্চয়ই তার মাথা চূর্ণ করে দিত।

গার্ড চ্যাঁচাতে লাগল, এই, পাকড়ো—পাকড়ো!

একদল রেল-পুলিশ ও কুলি হুড়মুড় করে কামরার ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং বলা বাহুল্য, সেখানে জনপ্রাণীর আধখানা টিকি পর্যন্ত দেখা গেল না।

গার্ড উত্তেজিত, ভীত কণ্ঠে আমাদের বললে, বাবু, ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। ট্রেন লেট হয়ে যাচ্ছে, এখন আর বোঝবার সময়ও নেই—তবে তোমাদের কথাই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। আপাততঃ তোমরা অন্য কোন কামরায় উঠে পড়, আমি ট্রেন চালাবার হুকুম দেব।

পাশের যে ইন্টার-কেলাসে গিয়ে আমরা উঠলুম, তার মধ্যে অনেক লোক,—সকলেই আমাদের কথা শোনবার জন্যে ব্যগ্র।

যতটা সংক্ষেপে পারা যায়, তাদের কাছে আমাদের বিপদের কাহিনী বর্ণনা করলুম।

একটি আধ-বুড়ো ভদ্রলোক, পোশাক দেখে তাকে রেলকর্মচারী বলে চেনা গেল, আমাদের কাছে এসে বললেন, মশাই, গেল বৎসরে এই ট্রেনের এক কামরায় একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়েছিল।

আমি বললুম, তার সঙ্গে এ-ব্যাপারের কি সম্পর্ক?

—সম্পর্ক? সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই, তবু শুনুন না। রাণীগঞ্জে গাড়ী থামলে পর দেখা গেল, একটা সেকেণ্ড কেলাস কামরার ভিতরে দুজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক, একটি শিশু আর একটা কুকুরের মৃতদেহ রক্তের মধ্যে প্রায় ডুবে আছে। কিন্তু কে বা কারা এতগুলো প্রাণীকে খুন করলে, তার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

www.shishukishor.org

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, একটা কুকুরও ছিল?.

তারপর?

—তার কিছুদিন পরে ঐ কামরাতেই তিনজন সায়েব হাওড়া থেকে আসছিল। কিন্তু রাণীগঞ্জেই তারা গাড়ী থেকে নেমে পড়ে স্টেশন-মাষ্টারের কাছে অভিযোগ করে যে, কামরার আলো নিবিয়ে দিয়ে কারা তাদের ভয়ানক ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও যারা ভয় দেখিয়েছিল তাদের পাত্তা পাওয়া গেল না।

যতীন বললে, ভূতকে কখনো খুজে পাওয়া যায়? মানুষকেই ভূতেরা খুজে বার করে।

তিনি বললেন, তারপর প্রায়ই ঐরকম সব অভিযোগ হতে লাগল। আর লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, অভিযোগ হয়েছে প্রত্যেকবারই রাণীগঞ্জ স্টেশনে,—কেবল আপনারাই রাণীগঞ্জ পার হতে পেরেছেন।

যতীন বললে, ‘হ্যাঁ, রাণীগঞ্জ কেন, আর-একটু হলেই আমাদের ভবনদীর পারে যেতে হত।

আমি বললুম, যতীন, মায়ের কথা আর কখনো ঠেলব না। সত্যিসত্যিই আজকের যাত্রা অশুভ।

www.shishukishor.org

মূর্তি

পাহাড়ের ছায়াকে আরো কালো করে রাত্রি ঘনিয়ে এল।

আঁক-বাকাঁ পথ দিয়ে একদল যাত্রী এগিয়ে চলেছে। গরম পোশাকে সকলের আপাদমস্তক মোড়া,—কারণ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

একে ঘন কুয়াশা, তার উপরে আবার রাতের অন্ধকার। তবু তারই ভিতরে কোনরকমে চোখ চালিয়ে দূরের সরাইখানার মিটমিটে আলো দেখে পথিকদের ক্লান্ত, শীতার্ত মন খুসি হয়ে উঠল।

খানিক পরেই সকলে সরাইখানার দরজার সামনে এসে হাজির হল।

যার সরাই সে বেরিয়ে এল। পথিকদের কথা শুনে বললে, বড়ই মুস্কিলের কথা। আমার সরাইয়ের সব ঘরই যে আজ ভরতি হয়ে গেছে ...তবে হ্যাঁ, আপনার যদি আমার ঢেঁকিশালায় শুয়ে আজকের রাতটা কাটাতে রাজি হন, তাহলে আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

পথিকরা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখলে। হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোনও উপায় তো নেই ! এই রাতে এই শীতে এই আঁধারে, বাইরের জনমানবশূণ্য মাঠ বা জঙ্গলের চেয়ে সরাইয়ের ঢেঁকিশালাও ঢের ভালো।

সরাইয়ের কর্তা তাদের সকলকে নিয়ে ঢেঁকিশালায় গিয়ে ঢুকল। মস্ত ঘর—একদিকে একখানা বড় পর্দা ঝুলছে।

সকলে মিলে খেয়ে-দেয়ে হাসি আমোদ করে যে যার লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

যাত্রীদের ভিতরে একজন ছিল, তার নাম ওয়াংফো।

www.shishukishor.org

সঙ্গীদের বিষম নাক-ডাকুনি ও ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুরের হুটোপুটি ওয়াংফোর চোখ থেকে আজ ঘুম কেড়ে নিলে।

নাচার হয়ে শেষটা সে উঠে বসল। লণ্ঠন জ্বেলে একখানা বই বার করে পড়াশুনায় আজকের রাতটা সে কাটিয়ে দেবে বলে স্থির করলে।

কিন্তু পড়াতেও তার মন বসল না। নিশুত রাত, বাইরের গাছপালার ভিতরে বাতাসও যেন নিবিড় অন্ধকারে ভয় পেয়ে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে আছে।

অত বড় ঘরে ওয়াংফোর ছোট্ট লণ্ঠনটা, টিমটিম করে জ্বলছে—সে যেন তার আলো দিয়ে অন্ধকারকেই আরো ভালো করে দেখাতে চায়!

ক্রমে ওয়াংফোর গা যেন ছমছম করতে লাগল। তার মনে হল, ঘরের ওদিককার অন্ধকার যেন কি একটা ভীষণ আকার ধারণ করবার চেষ্টা করছে। অন্ধকার যেন পাক খাচ্ছে। ধড়ফড় করে নড়ছে।

হঠাৎ ওয়াংফোর আবার মনে হল, পর্দার পিছনে যেন কাঠের কি একটা মড়মড় করে ভেঙে গেল। তারপরেই পর্দাখানা একটু দুলে উঠল। তারপরেই আবার সব নিসাড়।

এসব কী কাণ্ড! ওয়াংফো আর বই পড়বার চেষ্টা করলে না। আড়ষ্ট হয়ে পর্দার পানে চেয়ে রইল, খালি চেয়েই রইল—তার চোখে আর পলক পড়ল না।

পর্দাখানা আস্তে আস্তে একটু উপরে উঠল এবং তার পাশ থেকে বেরিয়ে এল একখানা রক্ত হীন হলদে হাত! তারপর কি যেন ছায়ার মত একটা-কিছু বাইরে এসে দাঁড়াল-সে যেন বাতাস-দিয়ে গড়া কোন মূর্তি।

ওয়াংফোর গায়ে তখন কাঁটা দিয়েছে, মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে ! সে চ্যাঁচাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না—কিন্তু তার হয়ে বাইরে থেকে

www.shishukishor.org

একটা প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে রাতের আঁধারকে চিরে যেন ফালাফালা করে দিলে।

ধীরে ধীরে সেই বাতাস-দিয়ে-গড়া মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠল ! ওয়াংফে তখন দেখলে, পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি !

মূর্তিটা ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। যাত্রীরা পাশাপাশি শুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, কে যে এখন তাদের ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়ে দেখছে, সেটা তারা টেরও পেলে না।

মূর্তি পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। তারপর একজন যাত্রীর মুখের কাছে হেঁট হয়ে পড়ে কি যে করলে, তা কিছুই বোঝা গেল না।

মূর্তি দ্বিতীয় যাত্রীর কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো দপ, দপ করে জ্বলছে এবং মুখখানা এক ভয়ানক হাসিতে ভরা !

মূর্তি আবার হেঁট হয়ে পড়ল এবং দ্বিতীয় যাত্রীর টুঁটি কামড়ে ধরল। ওয়াংফো আর পারলে না, বিকট চীৎকার করে উঠে দাঁড়াল এবং তীরবেগে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পথ দিয়ে ওয়াংফো চীৎকারের পর চীৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল—তার সেই কান-ফাটানো চ্যাঁচানির চোটে গাঁয়ের ঘরে ঘরে সকলকার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু এ রাতে বাইরে এসে কেউ যে তাকে সাহায্য করবে, গাঁয়ের ভিতরে এমন সাহসী লোক কেউ ছিল না।

ছুটতে ছুটতে এবং চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ওয়াংফো একেবারে গাঁয়ের শেষে গিয়ে পড়ল। তারপরেই মাঠ আর জঙ্গল।

www.shishukishor.org

দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাপাতে সে একবার পিছন ফিরে চাইলে। দূরের গাঢ় অন্ধকার ফুড়ে দুটো জ্বল-জ্বলে আগুনের ভাটা তীর বেগে এগিয়ে আসছে, ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে !

ওয়াংফো অ‍ার একবার খুব জোরে অর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গেল।

চীনদেশে নিয়ম আছে, কেউ মরলে পর ভালো দিন-ক্ষণ না দেখে তার দেহকে কবর দেওয়া হয় না।

গাঁয়ের মোড়লের এক মেয়ে মারা পড়েছিল। কিন্তু ভালো দিন-ক্ষণের অপেক্ষায় তার দেহকে কফিনে পুরে সরাইখানার ঢেঁকিশালে রাখা হয়েছিল। আজ ছয়মাসের ভিতরে ভালো দিন পাওয়া যায়নি।

সরাইখানার কর্তা সকালে উঠে যাত্রীদের খোঁজে ঢেঁকিশালায় গিয়ে দেখে, দুজন যাত্রী মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তাদের গলায় এক-একটা গর্ত, তাদের দেহে এক ফোটা রক্ত নেই।

পর্দা তুলে সভয়ে সে দেখলে, যে-কফিনে গাঁয়ের মোড়লের মেয়ের মড়া ছিল, তার তালা খোলা, তার ভিতরে মড়া নেই।

তারপর গোলমাল শুনে গাঁয়ের প্রান্তে গিয়ে সে দেখলে, ওয়াংফোর মৃতদেহের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে—মোড়লের মেয়ের মড়া! ওয়াংফোর গলায় একটা গর্ত আর মড়ার মুখে লেগে আছে চাপ চাপ রক্ত!

www.shishukishor.org

কী

লোকে বলত, আটাশ নম্বর হরি বোস স্ট্রীটে যারা বাস করে, তাদের সবাই মানুষ নয়।

আমি কিন্তু মানুষ। এবং ঐ মেস-বাড়ীতে আর যাদের সঙ্গে বাস করছি, তারাও আমারই মতন মানুষ।

এর ওর তার কাছে জিজ্ঞাসা করেও সন্দেহজনক বেশীকিছু জানতে পারিনি। রাত্রে মাঝে মাঝে নাকি কোন কোন ঘরের দরজা অকারণে খুলে যায়। সিঁড়ির উপরে কাদের পায়ের শব্দ হয়। অন্ধকারে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কয়।

এসব যে ভূতের কীর্তি, মেসের অন্যান্য লোকরাও জোর করে তা বলতে পারলে না। বাজে ভ্রম হতেও পারে, কারণ কেউ চোখে কিছু দেখেনি।

সেদিনটা ছিল মেঘলা। পূর্ণিমাতেও চাঁদ পেয়েছিল ছুটি। বৃষ্টিজল বারবার আকাশের অন্ধকারকে ধুয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু মুছে দিতে পারছিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে ভূতের গল্পই হচ্ছিল। কাহিনীটা রোমাঞ্চকর হলেও নাকি সত্য-কিন্তু গল্প যিনি বলছিলেন, গল্পের ভূতটাকে তিনি স্বচক্ষে দেখেননি—সচরাচর যা হয়ে থাকে। সত্য ভূতের গল্পই শোনা যায়, কিন্তু সত্য ভূত চোখে কেউ দেখে না।

ভূত সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, কিন্তু ভূতের গল্প শুনলে মনটা কেমন ভারি হয়ে ওঠে। আমি ভূত মানি না। ভূত কখনো দেখিনি, দেখবার আশাও রাখি না। তবু সেদিন রাতে ঘরের আলো নিবিয়ে যখন বিছানায় গিয়ে

www.shishukishor.org

আশ্রয় নিলুম, তখন বুকের কাছটা কেমন ছ্যাৎ ছ্যাৎ করতে লাগল। মনে হল, ঘরের থমথমে অন্ধকার যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক ভয়ে ছমছমে হয়ে আছে।

খাটের উপরে অনেকক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করলুম, তবু চোখে ঘুম নেই। এমন সময়ে একটা ভয়ানক কাণ্ড হল। ঠিক যেন কড়িকাঠ থেকে আমার বুকের উপরে কি একটা খসে পড়ল... একটা হাত-পা-ওয়ালা জীব! দুহাতে সে আমার গলা চেপে ধরলে।... কুকুর নয়, বিড়াল নয়,—কী এটা? মানুষ? কড়িকাঠ থেকে পড়ল মানুষ!

কাপুরুষ নই। কিন্তু তবু আমি আতঙ্কে আঁৎকে উঠলুম। দুখানা হাড়-কঠিন হাত আমার গলা টিপে ধরেছে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও প্রাণপণে তাকে চেপে ধরলুম। সে আমার গলা ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু ভীষণ বিক্রমে আমার সঙ্গে লড়তে লাগল। কখনো আঁচড়ায়, কখনো কামড়ায়, কখনো আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনুভবে বুঝলুম, জীবটা একেবারে উলঙ্গ!

সবাই জানে, আমি খুব বলবান ব্যক্তি। কিন্তু সেই অজানা জীবটাকে কায়দায় আনতে গিয়ে আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাবার মত হল। অনেকক্ষণ যোঝাযুঝির পর আমি যখন প্রায় কাবু হয়ে পড়েছি, তখন টের পেলুম যে, সেও ফোঁস, ফোঁস, করে বেজায় হাঁপাচ্ছে। তখন উৎসাহিত হয়ে আমি দ্বিগুণ বিক্রমে তার বুকের উপরে দুই হাঁটু দিয়ে চেপে বসলুম।

তারপর এক হাতে তার গলা টিপে ধরে আর এক হাতে ‘বেড সুইচ’ টা টিপে দিলুম।

কিন্তু আলো-জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে যা দেখলুম, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না!

এখনো সে-মুহূর্তের কথা ভাবলে প্রাণ আমার শিউরে ওঠে।

www.shishukishor.org

আলো জ্বেলে বিছানার উপরে আমি কিছুই দেখতে পেলুম না !

কিছুই নেই—কিছুই নেই, তবে আমি কাকে চেপে ধরে আছি? কে আমার সর্বাঙ্গ আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, আমার দু-হাতের ভিতরে এমন ছটফট করছে? এর দেহ তপ্ত, মাংসল, এর হৃৎপিণ্ড ধুকপুক করছে, এর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে—অথচ আমার চোখের সামনে কিছুই নেই,—কোন অস্পষ্ট ছায়া বা ধোঁয়াটে রেখ পর্যন্ত নয়।

এতক্ষণ পরে মহা ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলুম। একবার নয়, দু-বার নয়,—বার বার! এ ব্যাপারের পর চীৎকার না করে থাকা যায় না।

পাশের ঘরে থাকত আমার বন্ধু মহিম। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। আমার মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, কারণ ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠল, নবীন, নবীন! ব্যাপার কি? তুমি ও-রকম হয়ে গেছ কেন?

—'মহিম ! কে আমাকে আক্রমণ করেছে—আমি একে চেপে ধরে অাছি, কিন্তু আমি একে দেখতে পাচ্ছি না।

হো-হো করে কারা হেসে উঠল! ফিরে দেখি, আমার চীৎকারে মেসের সবাই ঘরের ভিতরে ছুটে এসেছে। আমার কথা শুনে তারাই হাসছে। তারা ঠাউরেছে, আমার মাথা হঠাৎ বিগড়ে গেছে।

মহিম বললে, নবীন, আজ কি তুমি সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু খেয়েছ?

আমি সকাতরে বললুম, দোহাই তোমার, আমার কথায় বিশ্বাস কর। দেখছ না, আমার গা দিয়ে রক্ত ঝরছে? দেখছ না, এর ধাক্কায়, আমার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছে?...আচ্ছ, এতেও যদি তোমার বিশ্বাস না হয়,
তবে তুমি নিজেই এদিকে এস। এর গায়ে হাত দিয়ে দেখ।

www.shishukishor.org

মহিম এগিয়ে এল। তারপর আমার নির্দেশ অনুসারে এক জায়গায় হাত দিয়েই তীব্র চীৎকার করে উঠল। মহিম একে ছুঁয়েছে ।

আমি যন্ত্রণাবিকৃত স্বরে বললুম, মহিম, আমি আর একে ধরে রাখতে পারছি না। এর জোর যেন ক্রমেই বেড়ে উঠছে। ঘরের ঐ কোণে একগাছা দড়ি পড়ে আছে। শীগগির দড়িগাছা নিয়ে এসো,--আমাকে সাহায্য কর।

মহিম আর আমি দড়ি দিয়ে সেই অদৃশ্য জীবটাকে বাঁধতে লাগলুম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য-শূন্যতার চারিদিকে দড়ি জড়ানো!

ঘরের ভিতরে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভাবলে আমরা কোন কৌতুক-অভিনয় করছি।

বাড়ীওয়ালা বললে, এই পাগলামি দেখাবার জন্যে কি তোমরা রাত দুটোর সময়ে আমাদের ঘুম ভাঙালে?

আমি রেগে বললুম, পাগলামি? যার খুসি হয় এসে এর গায়ে হাত দিয়ে দেখুক না?

কিন্তু সে পরীক্ষাতেও কেউ রাজি হল না। তবু তারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করলে না। বাড়ীওয়ালা বললে, “জ্যান্ত জীব, অথচ দেখা যায় না, এ কেমন গাজাখুরি কথা!

আমি আর মহিম তখন একসঙ্গে দড়ি ধরে সেই অদৃশ্য জীবটাকে টেনে তুললুম। তারপর দু-একবার তাকে শূন্যে তুলিয়ে দড়িগাছা ছেড়ে দিলুম, একটা ভারি জিনিস পড়লে যেমন হয়,—ধপাস করে একটা শব্দ হল, বালিস ও বিছানার মাঝখানটা নেমে গেল এবং খাটের কাঠ মচ মচ করে আর্তনাদ করে উঠল!

পর-মুহূর্তে ঘরের ভিতরে অার জনপ্রাণী রইল না—বিষম ভয়ে সকলেই হুড় মুড় করে বেগে পলায়ন করল !

www.shishukishor.org

বিছানার উপরে পড়ে সে ছট্‌ফট করছে আর তার ছটফটানির চোটে বিছানার চাদরখানা কুঁচকে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

মহিম বললে, নবীন, এ দৃশ্য চোখে দেখতেও আমার ভয় হচ্ছে।

—আমারও।

—কিন্তু ব্যাপারটা যে একেবারেই ধারণাতীত, তাও বলতে পারি না।

—তুমি কী বলছ হে? এর চেয়ে ধারণাতীত ব্যাপার আর কি হতে পারে? পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখনো ঘটেছে?

—আচ্ছা, ভালো করে ভেবে দেখ। আমাদের সামনে একটা বস্তু রয়েছে, অথচ আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। বাতাসকেও আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু তাকে আমরা ছুঁতে পারি। বাতাসের অস্তিত্ব কি আমরা অস্বীকার করি?

—কিন্তু এ যে জীবন্ত ! এর বুকে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করবে।

—নবীন, তুমি প্রেত-চক্রের কথা শুনেছ তো? সেখানে এমন সব প্রেতের আবির্ভাব হয়, যাদের দেখা যায় না, কিন্তু ছোঁয়া যায়!

—মহিম, মহিম! তুমি কি তবে বলতে চাও, আমরা একটা প্রেতকে গ্রেপ্তার করেছি?

—আমি এখন কিছুই বলতে চাই না। তবে ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত না দেখে আমি ছাড়ব না। দেখ, বিছানা আর তোলপাড় হচ্ছে না! নিঃশ্বাসের শব্দও হচ্ছে, আস্তে আস্তে। বন্দী বোধহয় ঘুমোচ্ছে?

সে রাত্রে কিন্তু আর আমাদের ঘুম হল না—এর পরেও কি কারুর চোখে আর ঘুম আসে!

www.shishukishor.org

...পরদিন সকালবেলায় আমাদের মেস-বাড়ীর সামনে শহর যেন ভেঙে পড়ল। সকলেরই মুখে এক জিজ্ঞাসা—যাকে আমরা পাকড়াও করেছি, সেটা কী? কিন্তু যা-কিছু প্রশ্ন হচ্ছে, সবই ঘরের বাইরে থেকে, ঘরের ভিতরে ভরসা করে কেউ পা বাড়াচ্ছে না তার আকার কি-রকম সেটা জানবার জন্যে মন ব্যস্ত হয়ে উঠল। সাবধানে (পাছে কামড়ে দেয়) তার গায়ে হাত বুলিয়ে যা বুঝেছি — মানুষের মত; নাক, চোখ, মুখ; মাথায় চুল নেই; হাত আর পাও মামুষের মত; লম্বায় তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকের মত।

পরের দিন সন্ধ্যার অাগেই মেসের সমস্ত ভাড়াটে তল্লীতল্লা গুটিয়ে সরে পড়ল।

বাড়ীওয়ালা এসে বললে, ও-আপদকে আমার বাড়ীতে আমি রাখব না। তোমরা যদি রাখতে চাও তো আমি তোমাদের নামে নালিশ করব।

আমি বললুম, ইচ্ছে করলেই তুমি একে বিদায় করতে পারো। আমাদের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু তাকে বিদায় করতে রাজি আছে টাকার লোভ দেখিয়েও এমন লোক খুজে পাওয়া গেল না।

সেইখানে বন্দী হয়ে সে দিনের পর দিন ধড়ফড় করতে লাগল।

হপ্তাখানেক পরে মহিম একদিন হঠাৎ বললে, আমাদের বন্দীর চেহারা কি-রকম তা জানবার এক উপায় অামি আবিষ্কার করেছি।

—কি, কী উপায়?

—ওর দেহ যখন স্পর্শ করা যায়, তখন “প্যারিস-প্ল্যাষ্টার” দিয়ে অনায়াসেই ওর ছাঁচ, তোলা চলবে।

www.shishukishor.org

—ঠিক বলেছ? কিন্তু সে-সময়ে ও যদি ছট্‌ফট্‌ করে, তাহলে তো ছাঁচ, উঠবে না।

—'বীন, তুমি তো ডাক্তারি শিখছ। ওকে "ক্লোরোফর্ম" দিয়ে তুমি তো খুব সহজেই অজ্ঞান করে ফেলতে পারে। তাহলে ছাঁচ, তুলতে আর কিছুই বাধা হবে না।

মহিমের বুদ্ধি খুব সাফ, তারই কথামত কাজ করা গেল। ছাঁচও উঠল।

উ:, সে কী বিদ্‌কুটে চেহারা। মামুষের মতন গড়ন বটে, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর মূর্তি। চোখ দুটো গোল ভাটার মত, নাকটা ছুঁচোলো ও বাঁকা, ঠোঁট পুরু পুরু ও উল্টানো, দাঁতগুলো বড় বড়, হিংস্র জানোয়ারের মত—ঠিক যেন পিশাচের মুখ, যেন মানুষের রক্ত-মাংস খাওয়াই তার অভ্যাস!

...এখন এই ভয়াবহ জীবকে নিয়ে কি করা যায়? একে বাড়ীর ভিতরে রাখাও চলবে না, ছেড়ে দেওয়াও অসম্ভব। ছাড়া পেলে এ পৃথিবীর কত মানুষের ঘাড় মটকাবে, তা কে বলতে পারে?

তবে কি করব আমরা? একে হত্যা করে সকল আপদ চুকিয়ে দেব? না, তাও সম্ভব নয়। এর গড়ন যে মানুষের মত।

প্রতিদিনই এইসব কথা আমাদের মনে হয়। সেই অদ্ভুত অদৃশ্য জীবের খাদ্য যে কি, তাও বোঝা গেল না। সকলরকম খাবারই তার সামনে রেখে দি, কিন্তু সে কিছুই ছোঁয় না।

পনেরো দিন কেটে গেল, তবু অনাহারে সে মরল না। তখনো ছাড়ান পাবার জন্যে সে গড়াগড়ি দিয়ে ও ছট্‌ফট করে সারা বিছানা তোলপাড় করে তুলছে!

www.shishukishor.org

কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে তার ছট্‌ফটানি কমে এল। বিশদিন পরে দেখা গেল, তার হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে গেছে। হাত দিয়ে বুঝলুম, তার দেহ কঠিন, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা সে মরেছে। কিন্তু কি সে? একি সেই অদৃশ্য জগতের কেউ, যে-জগতের বাসিন্দারা মানুষকে রাত্রে এসে ভয় দেখায় এবং আমরা যাদের প্রেত বলে মনে করি?

www.shishukishor.org

ওলাইতলার বাগানবাড়ী

স্টেশন-মাষ্টার তার লণ্ঠনটা আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর থেমে থেমে বললেন, ওলাইতলার বাগানবাড়ী ...আপনিও ওলাইতলার বাগানবাড়ীতে যাচ্ছেন?...কিন্তু, কেন?

—মামুদপুরের জমিদার কৃতান্ত চৌধুরী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তাঁর একজন ম্যানেজার দরকার।

—তিনশো টাকা মাহিনা । কেমন, তাই নয় কি?

—হুঁ?

—তারাও এই কথা বলেছিল।

—কারা।

—আপনার আগে যারা ম্যানেজারি করতে এসেছিল। গেল আট হপ্তায় আটজন লোক এই ইষ্টিশানে নেমে ওলাইতলার বাগানবাড়ীতে গেছে। কিন্তু তারা কেউ আর এ পথ দিয়ে ফেরেনি। ...বুঝলেন মশাই? তারা কেউ আর ফেরেনি।

—তার মানে?

—মানেটানে জানি নে। প্রত্যেকেই এসেছে আপনার মত ঠিক শনিবারেই। আর ঠিক সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে।...আশ্চর্য কথা! আট হপ্তায় আট জন। জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কত ম্যানেজারের দরকার?

আমার মনটা কেমন ছাঁৎ করে উঠল। শুধালুম, আচ্ছা, এই জমিদারবাবুকে আপনি চেনেন?

—উঁহু । তবে তার নাম শুনেছি। অল্পদিন হল এখানে এসে ঐ পোড়ো বাগানবাড়ীখানা কিনে তিনি বাস করছেন। তার সম্বন্ধে নানান কানাঘুষো শুনছি।

www.shishukishor.org

আজ পর্যন্ত গায়ের কেউ তাকে দেখেনি। দিনের বেলায় ঐ বাগানবাড়ীখানা পোড়ো বাড়ীর মত পড়ে থাকে। কেবল রাত্রেই তার ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। লোকজনকেও দেখা যায় না। ও-বাড়ীর সবই অদ্ভুত।

আজ অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ উঠবে না, তার উপরে মেঘের পর মেঘ জমে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে বুঝলুম, বৃষ্টি আসতে আর দেরি নেই। সঙ্গে আমার সখের বুলডগ রোভার ছিল। ওলাইতলার বাগানবাড়ীর দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করলুম। স্টেশন-মাষ্টারের কথায় কান পাতবার দরকার নেই—লোকটার মাথায় বোধহয় ছিট, আছে, নইলে এমন সব আজগুবি কথা বলে!

স্টেশন-মাষ্টার ডেকে বললেন, মশাই, তাহলে নিতান্তই যাবেন?

—এই রকম তো মনে করছি।

—তাহলে পথ-ঘাট একটু দেখে-শুনে যাবেন। ওলাইতলার বাগানবাড়ীর ঠিক আগেই একটা গোরস্থান আছে, আগে সেখানে খ্রীশ্চানদের গোর দেওয়া হত। গোরস্থানের নাম ভারি খারাপ, সন্ধ্যার পর সেদিকে কেউ যেতে চায় না।

আমি আর থাকতে পারলুম না, বললুম, মিশাই, মিথ্যে আমায় ভয় দেখাচ্ছেন, আমি কাপুরুষ নই। দরকার হলে ঐ গোরস্থানে শুয়েই রাত কাটাতে পারি।

অত্যন্ত দয়ার পাত্রের দিকে লোকে যেমনভাবে তাকায়, সেইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে স্টেশন-মাষ্টার একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন, কিন্তু মুখে আর কিছু বললেন না।

দামোদর নদীর ধারে ওলাইতলার সেই প্রকাণ্ড বাগান ও প্রকাণ্ড বাড়ী।

www.shishukishor.org

মাইলখানেক পথ চলার পর যখন তার ফটকের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। দেউড়ীতে দ্বারবানের কোন সাড়া না পেয়ে, ফটক ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম।

আমার হাতে ছিল একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন, তারই আলোতে যতটা-পারা-যায় দেখতে দেখতে এগুতে লাগলুম। অনেককালের পুরানো বাগান, এবং তার অবস্থা এমন যে তাকে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই উচিত।

পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, পানায় তার জল নজরে পড়ে না, ঘাটগুলোও ভেঙে গিয়েছে। বাড়ীখানার অবস্থাও তথৈবচ। ভাঙা জানলা, ভাঙা থাম, চুন-বালি সব খসে পড়েছে।

যে-জমিদার তিনশো টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রাখবেন, এইখানে তার বাস! মনে খটকা লাগল।

অসংখ্য ঝিঁঝি পোকার আর্তনাদ ছাড়া কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নেই—অথচ বাড়ীর ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। একটু ইতস্তত করে চেঁচিয়ে ডাকলুম, বাড়ীতে কে আছেন?

সামনের ঘর থেকে মোট গলায় সাড়া এল, ভেতরে আসুন।

ঘরের ভিতরে ঢুকলুম! মস্ত-বড় ঘর, কিন্তু কোণে কোণে মাকড়সার জাল, দেয়ালে দেয়ালে কালি-ঝুল, মেঝের এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। একটা ময়লা রং-ওঠা টেবিল, তিনখানা ভাঙা চেয়ার ও একটা খুব বড় ল্যাম্প ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই।

অতিশয় শীর্ণ কুচকুচে কালো এক জরাজীর্ণ বুড়ো লোক আতুড় গায়ে একখানা চেয়ারের উপরে বসে আছে। তার বুকের সব কখানা হাড় গোনা যায়।

www.shishukishor.org

বুড়ো কথা কইলে, ঠিক যেন হাড়ীর ভিতর থেকে তার গলার আওয়াজ বেরুল। সে বললে, আপনি কাকে চান?

—'জমিদার কৃতান্তবাবুকে।

—ও নাম আমারই। আপনার কি দরকার?

—আপনি একজন ম্যানেজার খুজছেন, তাই—

—বুঝেছি, আর বলতে হবে না। বসুন।

কৃতান্তবাবুর কাছে গিয়েই রোভার হঠাৎ গরর-গরর করে গর্জে উঠল।

কৃতান্তবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, ও কী ! সঙ্গে কুকুর এনেছেন কেন? কামড়াবে নাকি!

রোভারকে এক ধমক দিলুম। সে গর্জন বন্ধ করলে বটে, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে অনেক তফাতে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে কৃতান্তবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বিরক্তভাবে কৃতান্তবাবু বললেন, ও কুকুর-টুকুর এখানে থাকলে চলবে না। ওকে এখনি তাড়িয়ে দিন।

আমি বললুম, তাড়ালেও ও যাবে না। রোভার আমাকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকে না, রাত্রেও আমার সঙ্গে ঘুমোয়।

—'রাত্রেও ও-বেটা আপনার সঙ্গে ঘুমোয়? কি বিপদ, কি বিপদ! বলে তিনি চিন্তিত মুখে ভাবতে লাগলেন।

রোভার রাত্রে আমার সঙ্গে ঘুমোবে শুনে কৃতান্তবাবুর এতটা দুশ্চিন্তার কারণ বুঝতে পারলুম না।

খানিকক্ষণ পরে কৃতান্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসুন। আপনার খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা করে আসি।

www.shishukishor.org

—সে জন্যে আপনার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আগে যেজন্যে এসেছি সেই কথাই হোক।

—'আজ আমার শরীরটা ভালো নেই। কথাবার্তা সব কাল সকালেই হবে।' এই বলে কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন।

খানিক পরেই তিনি আবার ফিরে এসে বললেন, আসুন, সব প্রস্তুত।

তার পিছনে পিছনে অগ্রসর হলুম। মস্ত উঠান ও অনেকগুলো সারবন্দী ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় গিয়ে উঠলুম। বাড়ীর সর্বত্রই সমান ভগ্নদশা, ধুলো আর জঞ্জালের স্তুপ, চাম্‌চিকে আর বাদুড়ের আনাগোনা। একটা চাকর-বাকর পর্যন্ত দেখা গেল না। নির্জন বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করছে।

একটা ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। সে ঘরখানা খুব বেশী নোংরা নয়। একপাশে ছোট একখানা চৌকী, তার উপরে বিছানা পাতা। অার একপাশে থালায় খাবার সাজানো রয়েছে।

কৃতান্তবাবু বললেন, এখনি খেয়ে নিন, নইলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

..নানান কথা ভাবতে ভাবতে মাথা হেট্ করে খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, কৃতান্তবাবু একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন আর তাঁর কোটরগত দুই চক্ষুর ভিতর থেকে যেন দু-দুটো অগ্নিশিখা জ্বলছে ! আমি মুখ তুলে তাকাতে-না-তাকাতেই সে আগুন নিবে গেল। মানুষের চোখ যে তেমন জ্বলতে পারে, আমি তা জানতুম না। ভয়ানক!

কৃতান্তবাবু বললেন, 'আজ তাহলে আমি আসি। খেয়ে-দেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন। বলে যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আর দেখুন, রাত্রে এ ঘরের জানলাগুলো যেন খুলবেন না। একে তো বৃষ্টি হচ্ছে, তার উপরে— বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন।

www.shishukishor.org

—থামলেন কেন, কি বলছিলেন বলুন না।

—ওধারের জানলা খুললে গোরস্থান দেখা যায়।

—তা দেখা গেলেই বা!

—সেখানে হয় তো এমন কিছু দেখতে বা এমন সব গোলমাল শুনতে পাবেন, রাত্রে মানুষ যা দেখতে কি শুনতে চায় না।

আমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলুম। কৃতান্তবাবু বললেন,—'হ্যা, আর-এক কথা। আপনার ঐ বিশ্রী বুলডগটাকে বেঁধে রাখবেন। কুকুর অপবিত্র জীব, রাত্রে ও যে বিছানায় গিয়ে উঠবে এটা আমি পছন্দ করি না। বুঝলেন?

আচ্ছা।

কৃতান্তবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তার শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিনি। রাত্রে রোভার বিছানার উপরে আমার সঙ্গেই শুয়েছিল।

অনেক রাতে দারুণ যাতনায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে আমার গল টিপে ধরেছে! দুখান লোহার মতন শক্ত হাত আমার গলার উপরে ক্রমেই বেশী জোর করে চেপে বসতে লাগল।

প্রাণ যখন যায়-যায়, আচম্বিতে আমার গলার উপর থেকে সেই মারাত্মক হাতের বাঁধন আলগা হয়ে খুলে গেল! তারপরেই ঘরময় খুব একটা ঝটাপটি ও হুড়োহুড়ির শব্দ! কিন্তু তখন সেদিকে মন দেবার সময় আমার ছিল না, গলা টিপুনির ব্যথায় তখন আমি ছটফট, করছি।

ব্যথা যখন একটু কমল, ঘর তখন স্তব্ধ। তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম, আলোটা নিবে গিয়েছিল, আবার জ্বাললুম। কিন্তু যে আমার গলা টিপে ধরেছিল ঘরের ভিতরে সেও নেই, বিছানার উপরে রোভারও নেই!

www.shishukishor.org

'রোভার রোভার' বলে অনেকবার ডাকলুম, কিন্তু তার কোন সাড়া পেলুম না।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত একটা বেজে গেছে।

দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। সে অন্ধকার দেখলেই প্রাণ কেমন করে ওঠে। সে অন্ধকার যেন জ্যান্ত কোন হিংস্র জন্তুর মতন আমার ঘাড়ের উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। চট করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলুম।

ঘরের এ দরজাটা আগেই বন্ধ করে শুয়েছিলুম। কিন্তু যে আমাকে আক্রমণ করেছিল, সে তাহলে কোন পথ দিয়ে এ ঘরে ঢুকেছিল!

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে, ঘরের ভিতরে আর একটা দরজা আবিষ্কার করলুম,--ঠেলতেই সেটা খুলে গেল এবং ভক্ করে বিষম একটা দুর্গন্ধ এসে আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিলে।

আলোটা তুলে ভালো করে দেখলুম। সে কী ভীষণ দৃশ্য! ঘরের মেঝেতে রাশি রাশি হাড়, মড়ার মাথার খুলি ও রক্তমাখা কাঁচা নাড়িভুড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে! একদিকে একটা কাঁচা মড়ার মুণ্ডও মাটির উপরে হাঁ করে রয়েছে!

দুম করে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলুম। এ আমি কোন পিশাচের খপ্পরে এসে পড়েছি? আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল--তাড়াতাড়ি ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলুম।

বাইরে আকাশ-ভরা অন্ধকারকে ভিজিয়ে হুড়হুড় করে বৃষ্টি পড়ছে আর চকচক করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর বোঁবোঁ করে ঝোড়ো হাওয়া ছুটছে।

www.shishukishor.org

আর, ও কী! বিদ্যুতের আলোতে বেশ দেখা গেল, সামনের তালগাছটার তলায় কে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে ! ঠিক যেন একটা ছোট ল্যাংটো ছেলে! সে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে আর গান গাইছে—

ধিনতাধিনা পচা নোন,
হাড়-ভাতে-ভাত চড়িয়ে দে না !
চোষ না হাড়ের চুষিকাঠি,
রক্ত চেঁচেপুছে নে না !
মামদে মিয়া সেওড়া-গাছে
মড়ার মাথার উকুন বাছে,
পেত্নী-দিদি একলা নাচে,
তানানান, দিম-দেরেনা!
গুবরে-পোকার চাটনি খেয়ে,
শাঁকচূর্ণী আসছে ধেয়ে,
কন্ধকাটার পানে চেয়ে
মুখখান তার যায় না চেনা!
হাড় খাব আর মাংস খাব,
চামড়া নিয়ে ঢোল বাজাব,
দাঁতের মালায় বৌ সাজাব
নইলে যে ভাই, মন মানে না।
ঠ্যাং তুলে ঐ গো-ভূত ছোটে,
গোর থেকে বাপ, হুমড়ে ওঠে,
চোখ দিয়ে তার আগুন ফোটে,

www.shishukishor.org

এই বেলা চল, লম্বা দে না!

গান হঠাৎ থেমে গেল। আবার বিদ্যুৎ চমকালো, কিন্তু ছোড়াটাকে আর তালতলায় দেখতে পেলুম না। কে এ? গায়ের কোন ঘর-হারা পাগলা ছেলে নয় তো? তাই হবে। কিন্তু সে বেয়াড়া গান থামলে কি হয়, চারিদিককার সেই আঁধার-সমুদ্র মথিত করে আরো কত রকমের আওয়াজই যে ঝোড়ো হাওয়ার প্রলাপের সঙ্গে ভেসে আসছে!

কখনো মনে হয়, একদল আঁতুড়ের শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে! কখনো শুনি, আড়াল থেকে কে খিলখিল খিলখিল করে হাসছে। মাঝে মাঝে কে যেন ঝমঝম করে মল বাজিয়ে যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে ! থেকে থেকে এক-একটা আলেয়া আনাগোনা করছে, তাদের আশেপাশে কারা যেন ছায়ার মত সরে সরে যাচ্ছে এবং বাগানের কোথা থেকে একটা হুলো বেড়াল একবারও না থেমে কেবল চ্যাঁচাচ্ছে ম্যাও ম্যাও .আজ কি এখানে রাজ্যের ভূতপ্রেত, দৈত্য-দানা, এসে জড়ো হয়েছে, না, ভয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—যা দেখছি, যা শুনছি সমস্তই অলীক কল্পনা!

অ্যা! ও আবার কে ঘরের দরজা কে ঠেলছে?

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো—জানি না, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে কোন বিকট বীভৎস মূর্তি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

আবার কে দরজা ঠেললে। আমার সমস্ত দেহ যেন পাথর হয়ে গেল।

তারপরে আবার দরজার উপরে ঘন ঘন ঠেলা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে কুকুরের ডাক। আঃ, রক্ষে পা! এ যে আমার রোভারের ডাক।

www.shishukishor.org

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই রোভার এসে একলাফে আমার বুকের ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই নির্বান্ধব ভূতুড়ে পুরীতে রোভারকে পেয়ে মনে হল, তার চেয়ে বড় আত্মীয় এ পৃথিবীতে অামাব তার কেউ নেই।

হঠাৎ রোভারের মুখের দিকে আমার চোখ পড়ল। তার মুখময় রক্ত লেগে রয়েছে। অবাক হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে বাইরের বাগান থেকে অনেক লোকের গলা পেলুম।

জানলার ধারে গিয়ে দেখি ছয়-সাতটা লণ্ঠন নিয়ে চোঁদ্দ-পনেরো জন লোক বাড়ীর দিকেই আসছে। তাদের পাশাক দেখেই বুঝলুম, তারা পুলিশের লোক। এবং তাদের ভিতরে সেই স্টেশনমাষ্টারকেও যখন দেখলুম, তখন আর বুঝতে বিলম্ব হল ন যে, থানায় খবর দিয়েছেন তিনিই। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

পুলিশের লোকেরা সিঁড়ির তলাতেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত স্বরে গোলমাল করছিল।

ব্যাপার কি? ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম, জমিদার কৃতান্ত চৌধুরীর কুচকুচে কালো ও লিকলিকে রোগা হাড়-বের-করা দেহটা সিঁড়ির তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। তার চোখ ফুটো কপালে উঠেছে এবং সে চোখ দেখলেই বোঝা যায়, কৃতান্তবাবু আর ইহলোকে বর্তমান নেই। এবং কৃতান্তবাবুর গলদেশে মস্ত একটা গর্ত, তার ভিতর থেকে তখনো রক্ত ঝরে ঝরে পড়ছে।

এতক্ষণে বুঝলুম, রোভারের মুখে রক্ত লেগেছে কেন?..তাহলে এই কৃতান্ত চৌধুরীই আমাকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল, তারপর রোভার তার টুঁটি কামড়ে ধরে এ যাত্রার মত তার সব লীলাখেল শেষ করে দিয়েছে ---

www.shishukishor.org

..স্টেশন-মাষ্টার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, কিন্তু এ কি অসম্ভব কাণ্ড?

ইনস্পেক্টর বললেন, আপনি কি বলছেন?

স্টেশন-মাষ্টার কৃতান্ত চৌধুরীর মৃতদেহের উপরে ঝুকে পড়ে ভালো করে তার মুখখান দেখে বললেন, না, কোনই সন্দেহ নেই। এ হচ্ছে এই গাঁয়ের ভুবন বসুর লাশ। ঠিক আড়াই মাস আগে ভুবন বসু কলেরায় মারা পড়েছে। কিন্তু তার দেহ দাহ করা হয়নি, কারণ তার লাশ চুরি গিয়েছিল।

www.shishukishor.org

বাঁদরের পা

অবনীবাবু বলেছিলেন, আগ্রা থেকে আমি যখন ফতেপুর সিক্রিতে বেড়াতে গিয়েছি, সেই সময়ে এক ফকির এটা আমাকে দেয়। জিনিসটা আর কিছুই নয়—বাঁদরের একখানা পা।

সুরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাঁদরের পা। সে আবার কি?

অবনীবাবু বললেন, বিশেষ কিছু নয়, বাঁদরের একখানা শুকনো পা মিশরের লোকের যে-উপায়ে মানুষের মরা দেহকে শুকিয়ে রাখে, সেইরকম কোন উপায়েই এই বাঁদরের পাখানাকে শুকিয়ে রাখা হয়েছে,—এই দেখুন, বলে তিনি পকেটের ভেতর থেকে একটা জিনিস বার করে দেখালেন।

সুরেনবাবুর স্ত্রী সুরমা কার্পেট বুনতে বুনতে মুখ তুলে শিউরে উঠে বললেন, মাগো, ওটাকে আপনি আবার পকেটে পুরে রেখেছেন? আপনার ঘেন্না করে না?

সুরেনবাবু সুধোলেন, এর গুণ কি?

অবনীবাবু বললেন, এর মহিমায় তিনজন লোকের তিনটি করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

—বলেন কি? এও কি সম্ভব?

—হ্যাঁ। প্রথম এক ব্যক্তি এই জিনিসটির গুণ পরীক্ষা করেছিল। তার প্রথম দুটি ইচ্ছার কথা জানি না, কিন্তু তৃতীয় বারে সে মরতে চেয়েছিল। তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

—কি ভয়ানক। আর কেউ এর গুণ পরীক্ষা করেছে?

www.shishukishor.org

সুরেনবাবু একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি করেছি। কিন্তু পরীক্ষা করে এইটুকুই বুঝেছি যে, অদৃষ্টে যা আছে তা ঘটবেই। নিয়তির বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না। তাই এই জিনিসটাকে আজ আমি গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

সুরেনবাবু বললেন, সে কি কথা? আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বলতে হবে যে, এর শক্তি এখনো ফুরোয়নি। এখনো অার একজন লোক এর কাছে তিনটি ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে?

—তা পারে।

—তাহলে ওটা আমাকে দিন না কেন?

সুরেনবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, বলেন কি অবনীবাবু? আমি আপনার বন্ধু হয়ে এমন শত্রুর কাজ করতে পারব না!

—কেন?

—আপনি জানেন না, এ হচ্ছে কি সাংঘাতিক জিনিস! একে পরীক্ষা করা মানে হচ্ছে, অমঙ্গলকে ডেকে আন ।

সুরেনবাবু সকৌতুকে হেসে বললেন, আমি এসব গাজাখুরি কথা বিশ্বাসই করি না। তবু দেখাই যাক না, আপনার রূপকথার ভিতরে কতটুকু সত্য আছে। ওটাকে গঙ্গায় ফেলে না দিয়ে আমার হাতেই দিয়ে যান।

অবনীবাবু বললেন, বেশ, আপনার কথাই থাকুক। কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়, তাহলে শেষটা আমাকে যেন তুষবেন না। এই নিন—

সুরমা বললেন, 'হ্যাগো, এ যেন আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের প্রদীপের গল্প! তোমার বন্ধুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

www.shishukishor.org

সুরেনবাবু বললেন, আমারও তাই বিশ্বাস। তবু মজাটা একবার দেখাই যাক না কেন। প্রথমে কি ইচ্ছা প্রকাশ করি, বল তো?

সুরমা বললেন, আমাদের তো কোনই অভাব নেই। ছেলের ভালো চাকরি হয়েছে, তুমি পেন্সন পাচ্ছ, আমরা তো সুখেই আছি। তবে হ্যাঁ, আমার একটি ইচ্ছা আছে বটে। আমাদের বাড়ীখানা অনেকদিন মেরামত হয়নি, আর বাগানের দিকে খান-তিনেক ঘর তৈরি করলে ভালো হয়। এজন্যে হাজার পাঁচেক টাকার দরকার।

সুরেনবাবু হো হো করে হেসে বললেন, হাজার পাচেক টাকা দরকার? তা আবার ভাবনা কি, এখনি তোমাকে দিচ্ছি। —বলেই তিনি বাঁদরের সেই শুকনো পা-খানাকে হাতের উপরে রেখে বললেন, আমাদের হাজার পাচেক টাকা দরকার,—বুঝেছ, পাঁচ হাজার টাকা। তারপরেই তিনি আর্তনাদ করে বাঁদরের পা-খানাকে টেবিলের উপরে ফেলে দিলেন।

সুরমা ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওকি! অমন করে উঠলে কেন?

সুরেনবাবু সভয়ে বললেন, আমার ঠিক মনে হল, বাঁদরের ঐ পা-খানা আমার হাতের ভিতরে নড়ে উঠল।

সুরমা বললেন, ‘ও তোমার মনের ভুল। চল, রাত হল,—এখানে বসে আর পাগলামি করে না, খাবে চল।

...সেই রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুরেনবাবু স্বপ্নে দেখলেন, একটা বাঁদর যেন তার পাশে শুয়ে আছে। তিনি তাড়া দিতেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল। সুরেনবাবু দেখলেন, তার একখানা পা নেই।

পরদিন সকালবেলায় চা পান করতে বসে সুরেনবাবু সুরমার কাছে কালকের রাতের স্বপ্নের কথা বলছিলেন।

www.shishukishor.org

সুরমা হেসে বললেন, কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠে তুমি বিছানাটা ভালো করে খুঁজে দেখেছ তো? বাঁদরটা হয়তো আমাদের টাকা দিতে— বলতে বলতে থেমে পড়ে সুরমা চমকে উঠে সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন, দেখ, দেখ?

বাগানের একটা বটগাছের ঘন পাতার ভিতর থেকে একটা বাঁনর মুখ বাড়িয়ে বসে আছে।

সুরেনবাবু সহজভাবেই বললেন, পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীতে দুটে বাঁদর আছে জানো না? একটা কোনগতিকে পালিয়ে এসেছে আর কি?

বানরের মুখখানা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুরমা বললেন, আমার যেন কেমন ভয়-ভয় করছে!

সুরেনবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ডাকপিয়নের গল। পাওয়া গেল—রেজিষ্টারি চিঠি আছে বাবু।

সুরেনবাবু নীচে গিয়ে সই করে চিঠি নিয়ে এলেন। খামের উপরটা দেখেই তিনি বুঝলেন, চিঠিখানা এসেছে রেল-আপিস থেকে। তার পুত্র অমিয়কুমার রেল-অফিসের একজন বড় অফিসার।

চিঠির বক্তব্য এই ; প্রিয় মহাশয়, আপনার পুত্র অমিয়কুমার সেন রেলের কোন কাজে হাজারিবাগে গিয়েছিলেন। সেখানে জঙ্গলে পাখি শিকার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এক ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হয়েছেন। অনেক অন্বেষণ করেও তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

রেলের প্রভিডেন্ট-ফণ্ডে আপনার পুত্রের পাঁচ হাজার টাকা জমা হয়েছে। এই টাকা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

www.shishukishor.org

সুরেনবাবু পাগলের মতন চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, পাঁচ হাজার টাকা। পাঁচ হাজার টাকা —বলতে বলতে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

একমাস কেটে গেছে। গভীর রাত্রি। সুরেনবাবু আর সুরমা পাথরের মূর্তির মতন বসে আছেন, তাদের চোখে ঘুম নেই।

অমাবস্যার রাত,—আকাশ অন্ধকার। বাগানের বড় বড় গাছগুলো দমকা হাওয়ায় যেন কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

হঠাৎ সুরমা বলে উঠলেন, ওগো ! সেই বাঁদরের পা-টা কোথায় গেল?

বাঁদরের পায়ের কথা সুরেনবাবু একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেইখানেই সেটা পড়ে রয়েছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন, ঐ যে! কিন্তু ওর কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? সুরমা বললেন, ওর কাছে এখনো তুমি দুটো ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারো?

সুরেনবাবু বললেন, না, না। আর কোন ইচ্ছা প্রকাশ করবার দরকার নেই। ওসব বাজে আজগুবি ব্যাপার।

সুরমা বললেন, না, না—আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই!’ সুরেনবাবু বললেন, কি তুমি আবোল-তাবোল বকছ? কোথায় আমাদের অমিয়? বেঁচে থাকলে সে আপনিই আসত।

সুরমা মাথা নেড়ে বললেন, না, না, না। আমি তাকে দেখবই,—

তুমি ইচ্ছা করলে সে এখনি আসবে?

সুরেনবাবু বললেন, শোকে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার প্রথম ইচ্ছাটা ফলেছে দৈবগতিকে, বাঁদরের পায়ের জন্য নয় । ওর কোন গুণ নেই, অসম্ভব কখনো সম্ভব হয় না।

www.shishukishor.org

সুরমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তাহলে তুমি আমার কথা রাখবে না? আমার অমিয়কে দেখাবে না?

সুরেনবাবু নাচার হয়ে বললেন, বেশ, তুমি যখন কিছুতেই বুঝবে না, তখন কি আর করি বল?—এই বলে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে বাঁদরের পা-টা তুলে নিয়ে বললেন, আমি আমার ছেলে অমিয়কে দেখতে চাই।

—বাইরে একটা প্যাঁচার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া গোঁ গোঁ করে উঠল।

একটা টিকটিকি দেয়ালের উপরে টিক টিক করে ডাকলে।

তারপর সব স্তব্ধ। সুরেনবাবু বললেন, দেখলে তো, ও বাঁদরের পায়ের কোন গুণই নেই? আমি এখন শুতে যাই, তুমিও এস।

সুরেনবাবু দুই পা অগ্রসর হলেন—সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজাটা দুম করে খুলে যাবার শব্দ হল।

সুরমা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। বাগ্র স্বরে বললেন, ও কে দরজা খুললে?

সুরেনবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন, ও কেউ নয়। ঝোড়ো হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেছে।

সুরমা বললেন, না গো, না—আমার অমিয় আসছে, আমার অমিয় আসছে! আমি তার পায়ের আওয়াজ চিনি, সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনছ না?—বলতে বলতে তিনি ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুরেনবাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঠের সিঁড়ির উপরে কার পায়ের শব্দ হচ্ছে বটে। হয় তো, ও-শব্দটা করছে তার প্রকাণ্ড কুকুরটা ...কিন্তু

www.shishukishor.org

যদি তা না নয়? যদি সত্যই অমিয় আসে? তাহলে সে কী মূর্তিতে আসবে? বাঘের আক্রমণে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, মুণ্ডহীন, রক্তাক্ত দেহ—

সুরেনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। শিউরে উঠে টেবিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁদরের পা-টা আবার তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি তিনি তার তৃতীয় বা শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমার ছেলে অমিয়কে আর আমি দেখতে চাই না।

সিঁড়ির উপরে আর শব্দ শোনা গেল না। খানিক পরে সুরমা নিরাশ মুখে ঘরে ফিরে এলেন। সুরেনবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কি দেখলে?

শ্রান্তভাবে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে সুরমা বললেন,‘বাইরে কেউ নেই। কিন্তু সদর দরজাটা খোলা!

www.shishukishor.org

বাদলার গল্প

রম-ঝম রম-ঝম্! বৃষ্টি থামবার আর নাম নেই। সন্ধে হয়-হয়। আমার বাড়ীর বারান্দায় আমরা পাঁচজনে বসে আছি।

বেয়ারা এসে আচার-তেল-মাখা, গোটার মসলা ছড়ানো, নারিকেলকুরি আর পেঁয়াজের কুচি মেশানো মুড়ি এবং তার সঙ্গে বেগুনী, পট্‌লী ও শশা দিয়ে গেল।

সামনেই গঙ্গা। বৃষ্টির ধারা ঠিক কুয়াশার মতই গঙ্গার বুকের উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। ওপারে কোথায় আকাশ আর জলের সীমা, কিছুই বোঝার যে নেই,— এমন কি ওপারের বনের সবুজ রেখা পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

গঙ্গাজলের উপরে বৃষ্টিধারার চিকের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, এক-একখানা পানসী ঠিক অস্পষ্ট স্বপ্নের মত জেগে উঠেই আবার অদৃশ্য হয়ে পড়ছে। নৌকোগুলোর দেহ যেন ছায়ার মায়া দিয়ে গড়া—তাদের যেন দেখা যায়, কিন্তু ছোয়া যায় না!

শ্যামচন্দ্র একমুঠো মুড়ি মুখে পুরে গঙ্গার দিকে ফিরে চর্বণ করতে করতে অস্পষ্ট স্বরে বললে, আজ চারিদিক রহস্যের ঘেরাটোপে ঢাকা। ঐ দেখ না, নৌকোগুলো ভেসে যাচ্ছে, ঠিক যেন ভূতুড়ে নৌকোর মতই?

রামচন্দ্র চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মুখগহ্বরে টপ করে একখানা বেগুনী নিক্ষেপ করে বললে, হুম। আজকে চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, হ্যামলেটের বুড়ো বাবার প্রেত্তাত্মা যেন দেখা দিলেও দিতে পারে?

www.shishukishor.org

মাণিকলাল বললে, এমন বাদলায় দল বেঁধে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় সোফা-কোঁচে বসে ভূতের গল্প শুনতে ভারি ভালে। লাগে।...তোমরা কেউ কখনো ভূত দেখেছ?

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একসঙ্গে বললে, না। ভূত আমি বিশ্বাস করি না।

অপুর্ব এতক্ষণ একমনে মুড়ি-ফুলুরি খেতেই ব্যস্ত ছিল। এখন সে মুখ খুলে বললে, হ্যাঁ, কোন ভদ্রলোকেরই ভূত বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের গল্প শুনতে ভালোবাসি।

আমি বললুম, আমিও ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভূতের গল্প বলতে ভালোবাসি।

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একসঙ্গে বললে, বাদলার গল্পই হচ্ছে ভূতের গল্প। কিন্তু সে গল্প সত্যি হওয়া চাই।

আমি বললুম, আমার এ গল্প একেবারে সত্য ঘটনা।

মাণিকলাল বললে, তবে যে বললে, তুমি ভূত বিশ্বাস কর না?

—না, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্য ঘটনা না হলে ভূতের গল্পের জোর হয় না। তাই প্রত্যেক ভূতের গল্পই সত্য বলে মনে করা উচিত।

অপূর্ব বললে, যে-গল্পটা তুমি বলবে, সেটা কার মুখে শুনেছ?

—কারুর মুখে শুনিনি। এ গল্প আমার নিজের গল্প।

মাণিকলাল বললে, মুড়ি-ফুলুরি ফুরুলো। বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে আসছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেছে। আকাশের চাঁদ-তারা মেঘের চাদর মুড়ি দিয়েছে । হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, গঙ্গা কাতর আর্তনাদ করছে,— আর নদীর তীরে জনপ্রাণী নেই। এই তো ভূতের

www.shishukishor.org

গল্প শোনবার সময়। কিন্তু এমন গল্প শুনতে চাই, যাতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ে কাঁটা না দিলে, বুকটা ভয়ে ছাৎ-ছাৎ না করলে ভূতের গল্প শুনে আরাম হয় না। ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই ভয়-পাওয়ার আরামটুকু ভারি মিষ্টি লাগে।

চায়ের পেয়ালায় তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে আমি আরম্ভ করলুম;

'কালীপুরে আমার দেশ। আমি কলকাতায় জন্মেছি, ছেলেবেলা থেকে এইখানেই মানুষ হয়েছি, দেশে ভারি ম্যালেরিয়া বলে বাবা আমাকে কখনো দেশের মাটি মাড়াতে দিতেন না।

কিন্তু দেশকে আমি বরাবরই ভালোবাসি। কলেজে যখনি কেউ "আমার দেশ" কি "ও আমার দেশের মাটি" প্রভৃতি গান গাইত, তখনি দেশের জন্যে আমার প্রাণ কেঁদে উঠত।

তাই গেল-বছরে একদিন আমার দেশকে দেখতে গেলুম। শুনেছি, দেশে আমাদের ভিটে এখনো আছে। বাপ-পিতামহের ভিটের উপরে দুফোটা চোখের জল ফেলে আসব, এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা।

কালীপুরের স্টেশনে গিয়ে যখন নামলুম, তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। তবে আকাশে দশমীর চাঁদ ছিল বলে পথ চলতে বিশেষ কষ্ট হল না। গ্রামের কেউ-না-কেউ আমাকে অাশ্রয় দেবে, এই ভেবে মনের আনন্দে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হলুম।

তখন বৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু বর্ষাকাল। কাদায় হাটু পর্যন্ত পা বসে যাচ্ছে দেখে, তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া খুলে পবিত্র পুঁথির মতন বগলদার করলুম। মাথার উপরে ম্যালেরিয়ার মশার মেঘ কনসার্ট বাজাতে বাজাতে আমার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। কালো কালো বাদুড় উড়ছে, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, প্যাঁচাা ঁ চ্যাঁ চ্যাঁ করে চ্যাঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাপের ভিতর থেকে সাপের মতন কি

www.shishukishor.org

যেন বেরিয়ে আসছে। কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আর ইলেকট্রিকের আলোতে পথ চলা অভ্যাস, দশমীর চাঁদের আলোও অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়ে উজ্জল বলে মনে হচ্ছে না। এক জায়গায় পথের মাঝখানেই একটা প্রায় তিন-ফুট গভীর ডোবা ছিল, হঠাৎ ঝপাং করে তার মধ্যে না-জেনে ঝাঁপ খেতে হল। তবু আমি দমলুম না,—ডোবা থেকে উঠেই মনের সুখে আবার গান শুরু করলুম। এসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে আছে? কবি গেয়েছেন—

“ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরেই ছোয়াই মাথা।”

গাইতে গাইতে গায়ের কাদা ঝেড়ে-পুঁছে মুখ তুলেই দেখি, সামনেই একটা ঝোপের অাব ছায়ায় কালে গা মিশিয়ে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে ।

তাকে দেখে কেমন সন্দেহ হল। চশমাখানা খুলে পরিস্কার করে ভালো করে আবার চোখ লাগিয়ে দেখলুম। দেখে সন্দেহ আরো বাড়ল। দিব্যি নাদুস-নুদুস চেহারার একটা লোক।

রামকান্ত ও শ্যাকান্ত রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, ‘অ্যাঁ, বল কি! ভূত নাকি?

আমি বললুম, বোধ হয়। কিন্তু লোকটার মাথাটা কাঁধের উপরে ছিল না,—ছিল তার হাতে। দুই হাতে মুণ্ডুটা সে পেটের কাছে ধরে ছিল, আর সেই মুণ্ডর ভাটার মতন চোখ দুটো আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিল।

মাণিকলাল বললে, গল্পটি এইবারে জমেছে—সত্য গল্প কিনা!

আমার গায়ে কাঁটা দিতে শুরু করেছে।

তুমি নিশ্চয়ই কন্দকাটা ভূত দেখেছিলে?

www.shishukishor.org

আমি বললুম, হ্যাঁ।

অপুর্ব বললে, তারপরেই তুমি বোধহয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লে?

আমি বললুম, না। আমি তার আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে আরো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলুম।

কন্দকাটার হাতে ধরা মুণ্ডটা বলে উঠল, 'ইউ-মাউ-খাউ, মানুষের গন্ধ পাউ '

আমি তুড়ি দিয়ে গাইলুম—

"ও আমার দেশের মাটি।"

কন্দকাটার হাতে-ধরা মুণ্ড এবার আরো জোরে বললে, হাঁ-উ মাঁ-উ খাঁ-উ।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, দুত্তোর, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউয়ের নিকুচি করেছে। ব্যাপার কি? বেসুরে অমন বাজে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

কন্দকটা খানিকক্ষণ হতভম্বর মত চুপ করে রইল। তারপর বললে, আমি ভয় দেখাচ্ছি।

আমি বললুম, কাকে?

সে বললে, তোমাকে।

—আমাকে! কেন?

—ভয় দেখাতে আমরা ভালোবাসি।

—কিন্তু আমি ভয় পাইনি।

—ভয় পাওনি? আচ্ছা, এইবারে তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাবে। —এই বলে সে মস্ত হাঁ করে ভয়ানক জোরে আবার হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ বলে চ্যাঁচাবার উপক্রম করলে।

www.shishukishor.org

কিন্তু তার আগেই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে কন্দকাটার মুণ্ডের গালে ঠাস করে এক চপেটাঘাত করলুম।

কন্দকাটার হাতে ধরা মুণ্ডটা ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে বললে, বিনা দোষে তুমি আমাকে চড় মারলে কেন?

আমি বললুম, মুণ্ড থাকা উচিত কাঁধের উপরে। মুণ্ডটাকে তুমি কাঁধ থেকে খুলে নামিয়ে রেখেছ কেন?

কাঁদতে কাঁদতে কন্দকাটা বললে, নইলে যে তোমরা ভয় পাও না?

আমি বললুম, কাঁধের মুণ্ড হাতে দেখলে আমার মাথা ঘোরে। যদি ভালো চাও তো যেখানকার মুণ্ড সেইখানেই রেখে দাও। নইলে আবার আমি চড় মারব।

কন্দকাটা তাড়াতাড়ি মুণ্ডটাকে আবার কাঁধের উপরে বসিয়ে, ম্রিয়মাণভাবে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ।

তার অবস্থা দেখে আমার মনে অত্যন্ত দয়া হল। আস্তে আস্তে তার পিঠ চাপড়ে আদর করে বললুম, না, না তুমি কিছু মনে কোরো না, আর আমি তোমাকে চড় মারব না?

কন্দকাটা ভেঁউ-ভেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, তুমি আমাকে দেখে ভয় পেলে না,-উল্টে আমাকে চড় মারলে! এখন ভূতের সমাজে আমি এ পোড়া মুখ দেখাব কেমন করে? ওগো, এ আমার কি দুর্দশা হল গ! ওগো, আমি যে ভূত-পেত্নীর নাম ডোবালুম গো ! ওগো, বেলগাছের ডালে বসে বেহ্মদত্যিঠাকুর যে সব দেখছেন গো! ওগো, তিনি যে আমার কথা সবাইকে বলে দেবেন গো।

আমি বললুম, থামো, থামো,—অত চেঁচিয়ে না। কোথায় তোমার বেহ্মদত্যিjঠাকুর?

চোখের জল মুছতে মুছতে কন্দকাটা বললে, ঐ বেলগাছটার ডালে।

www.shishukishor.org

পাশেই একটা বেলগাছ। তারই একটা মোট ডালে উবু হয়ে বসে, সাদা ধবধবে পৈতে পরে একজন মিশকালো লোক গড় গড় করে হুকোয় তামাক খাচ্ছে।

আমি বললুম, প্রণাম হই বেহ্মদত্যিঠাকুর। সব শুভ তো?

হুকোর আওয়াজ থেমে গেল। উপর থেকে হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন হল, তুমি কে হে? নিবাস কোথায়?

—আজ্ঞে, আমি চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস কলকাতায়।

—এখানে মরতে এসেছ কেন বাপু?

বেহ্মদত্যির কথায় আমার ভারি রাগ হল। আমি বললুম, কিরকম লোক মশাই আপনি? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জানেন না?

—আমি কথা কইতে জানি কি না-জানি, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। জ্যাঠা ছেলে কোথাকার?

—আপনি "বক্সিং" লড়তে জানেন?

বেহ্মদত্যি চমকে উঠে বললেন, সে আবার কি?

—গাছের ডাল থেকে নেমে এসে দেখুন না, তাহলেই বুঝতে পারবেন?

—না, আমি নীচে নামতে পারব না। আমার পায়ে গেঁটেবাত হয়েছে। আমি এখন এইখানে বসেই তামাক খাব।

—তাহলে আমি নীচে থেকেই আপনাকে থান ইট ছুঁড়ে মারব?

বেহ্মদত্যি এইবারে হাঁ হাঁ করে হেসে উঠে বললেন, বেশ, বেশ। ছোকরা, তোমার মিষ্টি কথা শুনে ভারি খুসি হলুম। তোমার বাবার নাম কি?

—'আজ্ঞে, সূর্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম এই কালীপুরেই। আবার পিতামহের নাম ভাস্করনাথ চট্টোপাধ্যায়।

www.shishukishor.org

বেহ্মদত্যি বললেন, 'অ্যাঁঃ, বল কি? তুমি ভাস্করের নাতি? আরে, আরে, এতক্ষণ এ কথা বলতে হয়,—তুমি তো আমাদেরই ঘরের ছেলে হে। ভাস্করের বাপ শশীনাথ যে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। তা, খবর সব ভালো তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে আপাতত সব মঙ্গল।

—তা কন্দকাটাকে তুমি কি বলেছ? ও কাঁদছিল কেন?

—আজ্ঞে, কন্দকাটা আমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল বলে আমি ওকে একটা চড় মেরেছি।

—অন্যায় করেছ। দেখ, তোমরা পৃথিবীতে এখন সশরীরে বর্তমান আছ—কত দিকে কত আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতে পারো। কিন্তু ভূত-বেচারাদের ভাগ্যে সেসব কিছুই নেই, তাদের আনন্দলাভের একটিমাত্র উপায় আছে, আর তা হচ্ছে, তোমাদের ভয় দেখানো। তোমাদের ভয় দেখিয়েই তাদের সময় মনের মুখে কোনরকমে কেটে যায়। কিন্তু তোমরা আজকালকার কলেজের ছোকরার, দু-পাতা ইংরিজি পড়েই ভূত-প্রেতদের "ডোন্ট-কেয়ার" করে দাও। এই সেদিন মামদো-ভূত এসে আমাকে তার দুর্দশার কাহিনী বলে গেল। সে কাহিনী শুনলে চোখে আর জল রাখা যায় না। কে এক ছোকরা নাকি ডাক্তারি পড়ে, মড়া কেটে কেটে তার বুক বলে গিয়েছে। এক রাতে সে ঘুমোচ্ছিল, এমন সময়ে মামদো তার ঘরে গিয়ে হাজির। মামদো যেই তার খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছোকরার ঘুম অমনি গেল ভেঙে। মামদোর প্রথমটা মনে হল, ছোকরা ভয়ানক ভয় পেয়েছে। কারণ সে মামদোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মামদোও তার দিকে চোখ দুটে যতটা পারে পাকিয়ে কটমট করে তাকালে। ছোকরা তখন ডানপাশ ফিরলে। মামদোও সেই পাশে গিয়ে হাজির। ছোকরা তখন সুধোলে, তুমি কি চাও? মামদো কোন জবাব না দিয়ে আরো বিশ্রীভাবে তাকালে। তারপর

www.shishukishor.org

যা হল তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না। ছোকরা মামদোর দিকে আবার খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, দেখ, তোমার যদি আর কোন কাজ না থাকে, তবে তুমি ঐখানে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকো। আমার অন্য কাজ আছে—অর্থাৎ এখন আমি ঘুমবো। বলেই সেই পাজী ছোকরা আবার বাঁ-পাশ ফিরে আম্লানবদনে ঘুমিয়ে পড়ল। বল তো, এর পরে আমাদের ভয় দেখানোর সুখটুকুই বা কোথায় থাকে, আর আমাদের মুখরক্ষাই বা হয় কেমন করে? তুমিও দেখছি ঐ দলেরই লোক। তোমার এই অন্যায় ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ভবিষ্যতে আমাদের দেখে তোমরা ভয় পেয়ো। তাহলেই আমাদের আনন্দ। কিন্তু এইটুকু আনন্দ থেকেও তোমরা যদি আমাদের বঞ্চিত কর, তাহলে—

বেহ্মদত্যির কথা শেষ হবার আগেই কন্দকাটা বলে উঠল, "সরে দাঁড়াও, সরে দাঁড়াও,—পথ থেকে সরে দাড়াও।

ফিরে দেখি, একটি স্ত্রীলোক পথ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, লজ্জায় আধ হাত জিভ, কেটে মুখে সাতহাত ঘোমটা টেনে দিলে।

কন্দকাটা বললে, এখনো সরে দাঁড়ালে না। কেমন লোক হে তুমি? মহিলার সম্মান জানো না?

তাড়াতাড়ি আমি সরে দাঁড়ালুম। মহিলাটি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একবার আমাকে দেখে, ফিক করে একটুখানি কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে হেলে-তুলে চলে গেলেন।

আমি বললুম, উনি কে?

কন্দকাটা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে, উনি হচ্ছেন শ্রীমতী পেত্নীবালা দত্ত।

www.shishukishor.org

বেহ্মদত্যি মুখ থেকে হুকোটি নামিয়ে বললেন, পেত্নীবালার ডাক নাম কুণি। . ও হচ্ছে বুনির বোন।

আমি বললুম, বুনি কে?

বেহ্মদত্যি বললেন, তুমি কি কখনো কুণি-বুনির গল্প শোনোনি?

—না।

—'তবে শোনে। কুণি আর বুনি হচ্ছে দুই বোন। মরবার পর দুই বোনই পেত্নী হয়েছে। কুণি থাকে দত্তদের বাড়ীর রান্নাঘরের এক কোণে, আর বুনি থাকে বাঁশবনে। এক রাত্রে দত্তদের বাড়ীর বামুনঠাকুর বাঁশবনের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময়ে বুনি বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। পেত্নী দেখেই তো বামুনঠাকুর একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট। কিন্তু বুনি সেদিন বামুনকে ভয় দেখাতে আসেনি, সে খালি বললে,—

"কুণিকে বোলো বুনির বেটা হয়েছে।

সুমুখদিকে গুড় মুড়ে তার পিছন দিকে পা,

একবার বলে দিও তো গা।"

এই বলেই বুনি অদৃশ্য হল। বামুনঠাকুরও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে দত্তবাড়ীর রান্নাঘরের সামনে এসে পড়ে দাঁতকপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে গেল। সকলে তার চোখে-মুখে জল দিয়ে তাকে আবার চাঙ্গা করে তুললে। তারপর বামুনঠাকুর যখন একটু ধাতস্থ হয়ে সকলের কাছে বুনির বেটা হওয়ার বিবরণ বলছে, তখন হঠাৎ রান্নাঘরের কোণ থেকে কুণি নাচতে নাচতে বেরিয়ে এসে আহলাদে আটখানা হয়ে বললে—ও ঠাকুর। কয় দিবসের? ও ঠাকুর। কয় দিবসের?— অর্থাৎ খোকার বয়স কদিন হল? –এবারে দত্তবাড়ীর সবাই ভয়ে

www.shishukishor.org

অজ্ঞান হয়ে গেল। আজ যাকে দেখলে, ও হচ্ছে সেই কুণি। বুনির সঙ্গে দেখা করতে চলেছে। কুণি ভারি লজ্জাবতী। অচেনা লোক দেখলেই ঘোমটা দেয় আর ঘোমটার ভিতর থেকে ফিক ফিক্ করে হাসে।

কথায় কথায় রাত বেড়ে যাচ্ছে দেখে আমি বললুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় আনন্দিত হলুম। তাহলে আজ আমি আসি?

বেহ্মদত্যি বললেন, 'সেকি, এই রাত্রে কোথায় যাবে? তার চেয়ে বেলগাছের ডালে এসে বসে দুদণ্ড বিশ্রাম কর।

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, আমি এখনো জ্যান্ত আছি,—বেলগাছের কাঁটা আমার সহ্য হয় না। আমি আমার পৈতৃক ভিটেবাড়ী দেখতে এসেছি, আরো কতদূর যেতে হবে বলতে পারেন?

বেহ্মদত্যি বললেন, তোমাদের ভিটে? হা হা হা হা! ঐ যে! হাত-পনের তফাতে চেয়ে দেখ। ঐ যে উঁচু ঢিপিটা দেখছ, ঐখানেই আগে তোমাদের বাড়ী ছিল। এখন ওখানে গো-ভূতেরা থাকে। মানুষ দেখলে তারা ভয় দেখায় না—একেবারে গুতিয়ে দেয়।

আমি বললুম, তাহলে আজ রাতটা আমি স্টেশনেই কাটিয়ে দেব-গোভূতদের আমি পছন্দ করি না। প্রণাম হই বেহ্মদত্যি ঠাকুর।

এই বলে আমি চলে আসতে যাব, এমন সময় কন্দকাটাটা আবার আমার সামনে এসে কাকুতি-মিনতি করে বললে, দোহাই তোমার। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, অন্ততঃ যাবার সময়েও আমাকে -দেখে দয়া করে একবার ভয় পেয়ে যাও, নইলে ভূতেরা কেউ আমাকে মানবে না।

—আচ্ছা, আচ্ছ, আমি খুব ভয় পেয়েছি—এই বলে আমি সেখান থেকে হাসতে হাসতে চলে এলুম। আমার কথাটি ফুরুলো।

www.shishukishor.org

রামচন্দ্র ও শ্যামচন্দ্র একবাক্যে মতপ্রকাশ করলে, ‘ধেৎ ! ডাহা গাঁজাখুরি গল্প।

অপূর্ব বললে, সব ভূতের গল্পই গাঁজাখুরি। তবে কোনটাতে গাঁজার মাত্রা কম থাকে, আর কোনটাতে থাকে খুব বেশী—এই যা তফাৎ।

মাণিকলাল বললে, আমার গায়ের কাঁটা গায়েই মিলিয়ে গেল। এখন আর এক কাপ চা খেয়ে গা তাতিয়ে না নিলেই নয়।

আমি বললুম, বেয়ারা, চা লে আও।

www.shishukishor.org

বাড়ী

পাঁচ বছর আগে আমার ভারি অসুখ হয়েছিল। সেই সময়ে রোজই রাত্রে আমি ঠিক একই স্বপ্ন দেখতুম।

স্বপ্নে দেখতুম, আমি যেন শহরের বাইরে এক পাঁড়াগায়ে গিয়েছি।

আঁকাবাকা পথ দিয়ে রোজই এগিয়ে যাই। পথের দুধারে কোথাও কলাগাছের ঝাড়,-বাতাসে সবুজ নিশান উড়িয়ে দিয়েছে; কোথাও মেদিগাছের বেড়া দেওয়া নানান ফুলের বাগান,—মৌমাছি আর প্রজাপতিরা সেখানে মধু চয়নের খেলা খেলছে; কোথাও তালকুঞ্জের ছায়া-দোলানো এবং কাচা রোদের সোনা ছড়ানো ঝরঝরে সরোবর,-ঘাটে ঘাটে নববধূর ঘোমটায় মুখ ঢেকে কলসীতে জল ভরে নিচ্ছে।

পথ যেখানে ফুরিয়ে গেছে, সেইখানে একখানি মস্ত বাড়ী—দূর থেকে ছবির মতন দেখতে।

সামনেই ফটক, কিন্তু সেখানে কোন দারোয়ান নেই। বাড়ীর চারিদিকে জমিতে কত-রকমের গাছ-গন্ধরাজ, বকুল, রঙন, শিউলি, —আরো কত কি! মাঝে মাঝে কেনার ঝোপে রং-বেরঙের মেলা। রোজই বেড়াতে বেড়াতে বাড়ীখানির সামনে গিয়ে দাঁড়াই, — অপলক চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকি, ভিতরে যাবার জন্যে প্রাণে সাধ জাগে।

কিন্তু জনপ্রাণীকে দেখতে পাই না। ফটকের কাছ থেকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। পরের বাড়ী, না জানিয়ে ভিতরে ঢুকতেও ভরসা হয় না। ফিরে আসি।

www.shishukishor.org

রাতের পর রাত যায়,—আমি খালি ঐ একই স্বপ্ন দেখি। বার বার অনেকবার ঐ একই স্বপ্ন দেখে দেখে আমার মনে দৃঢ় ধারণা হল যে, অজ্ঞাত শৈশবে নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে আমি ঐ বাড়ীতে গিয়েছিলুম।

আমার অসুখ সেরে গেল। কিন্তু তবু সেই স্বপ্নে-দেখা বাড়ীকে ভুলতে পারলুম না। মাঝে মাঝে এদেশ-ওদেশ বেড়াতে যেতুম। পথে বেরুলেই চারিদিক লক্ষ্য করে দেখতুম, স্বপ্নের বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

একবার এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে কুসুমপুর গ্রামে যাই।

বৈকালে বেড়াতে বেরিয়ে একটা গেঁয়োপথ পেলুম। দেখেই চিনলুম, এ আমার সেই স্বপ্নে-দেখা পথ। পথের দুধারে সেই কলাগাছের ঝাড়, মেদিগাছের বেড়া দেওয়া বাগান, আলো-ছায়াভরা পুকুরঘাট। অনেকদিন অদর্শনের পর পুরানো বন্ধুকে দেখলে মনে যে আনন্দের ভাব জাগে, আমারও মনে তেমনি ভাবের ছোয়া লাগলো।

আঁকাবাক পথের শেষে ছবির মতন সেই বাড়ীখানি।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

ভেবেছিলুম, কারুর সাড়া পাব না। কিন্তু আমার ডাক শুনেই একজন বুড়ো দারোয়ান ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

—কাকে চান?

—কারুকে নয়। এই বাড়ীখানা আমার বড় ভালো লেগেছে। ভিতরে ঢুকে একবার দেখতে পারি কি?

—আসুন না! এ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে।

—বাড়ীওয়ালা কোথায় থাকেন?

www.shishukishor.org

—এইখানেই থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন হল, এ বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন।

—বল কি! এমন চমৎকার বাড়ী কেউ ছেড়ে দেয়?

—ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন?

—কেন?

—ভূতের উপদ্রবে।

—ভূত ! একালেও লোকে ভূত বিশ্বাস করে নাকি?

দারোয়ান গম্ভীর মুখে বললে, আমিও বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এখন বিশ্বাস না করে উপায় নেই। যে ভূতটার ভয়ে আমার মনিব এ বাড়ী ছেড়েছেন, রাত্রে আমিও তাকে স্বচক্ষে অনেকবার দেখেছি। তার মুখ আমি ভুলিনি।

অবহেলার হাসি হেসে আমি বললুম, ডাহা গাঁজাখুরি গল্প।

দারোয়ান বিরক্তভাবে আমার মুখের দিকে তাকালে। বললে, গাঁজাখুরি গল্প? অন্ততঃ আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। অনেকবার যে ভুতকে আমি দেখেছি, যার মুখ আমি এ জীবনে ভুলব না,-—সে হচ্ছেন আপনি নিজে। আমি আপনাকেই দেখেছি।

(ফরাসী লেখক Andre Maurois এর একটি বিখ্যাত গল্প অবলম্বনে।)

www.shishukishor.org

মাথা-ভাঙার মাঠে

মোহনপুরের পিরু-দরজীর ছেলে দিলু বা দিলদারের বয়স হল প্রায় ষোলো, কিন্তু আজও সে বাপের কোন উপকারেই লাগল না। পাড়ার দুষ্ট, ছেলেদের সঙ্গে দিন-রাত সে খেলা-ধূলো করে বেড়ায়, পরের বাগানের ফল চুরি করে এবং ইস্কুলে যাবার নামও মুখে আনে না।

দিলুকে পিরু বাপু বাছা বলে মিষ্টি কথায় অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু দিলু সেসব কানেও তোলেনি। দিলুর পিঠে পিরু অনেক লাঠিই ভেঙেছে, তবু দিলু সায়েস্তা হয়নি। দেখে-শুনে পিরু হাল ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন পিরুর পকেট থেকে যখন কুড়িট টাকা চুরি গেল এবং তার সন্দেহ হল ছেলের উপরেই, তখন আর সে সহ্য করতে পারলে না,—দিলে দিলুকে দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে।

দিলু হচ্ছে মহা ডানপিটে ছোকরা, বাড়ী থেকে গলাধাক্কা খেয়েও সে কিছুমাত্র দমল না। সারাদিন পথে-বিপথে হৈ-চৈ করে বেড়াল এবং সন্ধের পরে 'মাথা-ভাঙার মাঠে' গিয়ে একটা তালগাছের তলায় বসে চীৎকার করে গান গাইতে লাগল।

এখন, এই 'মাথা-ভাঙার মাঠে' র একটুখানি ইতিহাস আছে। আগে এ-মাঠে সন্ধ্যের পরে ভয়ে কেউ হাঁটত না; কারণ ডাকাতেরা লাঠি মেরে পথিকদের মাথা ভেঙে সর্বস্ব কেড়েকুড়ে নিত। এখন আর ডাকাতের ভয় নেই বটে, তবু সন্ধ্যের পরে ভয়ে কেউ এ-মাঠ মাড়ায় না ; কারণ এখানে নাকি ভয়ানক ভূত-প্রেতের ভয়।

www.shishukishor.org

কিন্তু ডানপিটে দিলুর এতবড় বুকের পাট যে, এমন জায়গায় এসেই সে গান জুড়ে দিয়েছে।

রাত বারোটা পর্যন্ত গান গাইবার পর ক্ষিধের চোটে দিলুর পেটের নাড়ি টনটন করতে লাগল। তখন সে আস্তে আস্তে উঠে গাঁয়ের দিকে ফেরার চেষ্টা করলে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই খানিক তফাতে কাদের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। কার কথা কইতে কইতে এই দিকেই আসছে।

মাথা-ভাঙার মাঠে রাত পুরে মানুষের সাড়া পাওয়া যায়, এমন অসম্ভব কথা দিলু কোনদিন শোনেনি। তবে কি সত্যি সত্যিই—

ভয়ে দিলুর মাথার চুলগুলো সটান খাড়া হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি কোনদিকে চম্পট দেবে তাই ভাবছে, এমন সময়ে চাঁদের আলোয় দেখতে পেলে, কারা সব দল বেঁধে একেবারে তার সুমুখে এসে পড়েছে।

গুনতিতে তারা বিশজন। মানুষের মত দেহ, অথচ প্রত্যেকেই উঁচুতে মোটে এক হাত। তাদের অনেকেরই মাথার চুল আর গোফদাড়ি পেকে গেছে বটে, কিন্তু তবু তারা ছোট ছোট খোকার চেয়ে বেশী ট্যাঙা হতে পারেনি।

দিলু চোখ কপালে তুলে অবাক হয়ে ভাবছে—এ আবার কোন মুলুকের মানুষ রে বাবা,—এমন সময়ে দলের ভিতর থেকে একটা লোক তার কাছে এগিয়ে এল। সে লোকটা বেজায় বুড়ো, বেজায় বেঁটে, আর তার শণের মত পাকা দাড়ি পা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে।

বুড়ো বললে, এই যে বাপের অবাধ্য ছেলে দিলু আমরা তোমাকেই এতক্ষণ খুঁজছিলুম।

www.shishukishor.org

দিলু জবাব দেবে কি, তার দাতে দাঁত লেগে গেল। বুড়ো আবার বললে, বুঝেছ দিলু আমরা তোমাকেই খুজিছিলুম।

দিলু তেমনি চুপচাপ। বুড়ে। আবার বললে, আমরা তোমাকেই খুজছিলুম বার বার তিনবার আমি কথা কইলুম। তুমি যে জবাব দিচ্ছ না?

তবু দিলু জবাব দিলে না।

বুড়ো তখন সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললে, দিলু জবাব দেবে না। তোমাদের কাজ তোমরা কর।

দলের অন্য লোকগুলো কি-একটা লম্বা মোট বয়ে আনছিল, হঠাৎ তারা সেই মোটটাকে ধুপ, করে দিলুর পায়ের তলায় ফেলে দিলে।

সেটা একটা মড়া। বুড়ো বললে, দিলু, ঐ মড়াটাকে কাঁধে তুলে নাও।

দিলু আঁৎকে উঠে বললে, ওরে বাপরে ! সে আমি পারব না— বলেই সে দৌড়ে পালাতে গেল।

কিন্তু সেই ক্ষুদে ক্ষুদে লোকগুলো চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে একেবারে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। তারপর তারা মড়াটাকে তুলে এনে দিলুর পিঠের উপরে চাপিয়ে দিলে। ভীষণ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে দিলু বুঝতে পারলে যে, মড়ার হাত দুটো তার গলা আর পা ছুটে তার কোমর বিষম জোরে চেপে ধরলে। ভূতের পাল্লায় পড়ে দিলুর প্রাণ বুঝি আজ যায়। মড়াটাকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে লাগল, বাবার অবাধ্য হয়ে পাপ করেছি বলেই এই ভূতগুলো আজ আমার উপরে এতটা তম্বি করতে পারছে। এই নাক-কান মলছি, আর কখনো বাপ-মায়ের অবাধ্য হব না?

www.shishukishor.org

বুড়ো বললে, দিলু, যখন আমি তোমাকে মড়াটা তুলতে বললুম, তখন তুমি আমার কথা শুনলে না। এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে—মড়াটাকে গোর দিয়ে এস, তাহলেও তুমি বোধহয় আমার কথা শুনবে না।

দিলু কঁপিতে কাপতে বললে, শুনব হুজুর, শুনব! পিঠের আতঙ্ক এখন পিঠ থেকে নামাতে পারলেই বাঁচি?

বুড়ো খল খল করে হেসে বললে, বেশ বেশ। এরি মধ্যে তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুসি হলুম। এখন যা বলি, শোনে। আজ রাত্রের মধ্যেই তুমি যদি ঐ মড়াটাকে গোর না দাও, তাহলে তোমার ভয়ানক বিপদ হবে। এ গাঁয়ের গোরস্থানে আগে যাও। সেখানে যদি সুবিধে না হয়, তবে অন্য গায়ের গোরস্থানে যেতে হবে। সেখানেও অসুবিধে হলে আবার অন্য কোন গাঁয়ের গোরস্থানে যাবে। মোদ্দা কথা, আজ রাত পোয়াবার আগেই ঐ মড়াটাকে গোর দেওয়া চাইই চাই। নইলে মজাটা টের পাবে। এখন বিদেয় হও— খবর্দার, আর পিছন ফিরে তাকিও না।

পিঠে মড়া নিয়ে, তার ভারে দুমড়ে পড়ে দিলু এগুতে লাগল। আকাশে চাঁদের মুখও তখন মড়ার মুখের মতই হলদে দেখাচ্ছে, পৃথিবীর কোনদিক থেকেই জনপ্রাণীর সাড়া আসছে না, গাছগুলো পর্যন্ত যেন দিলুর পিঠের ভয়ঙ্কর বোঝা দেখে স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হয়ে আছে,—কোন শব্দ করছে না। ভালো ছেলেরা এখন পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে নরম বিছানায় শুয়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছে—আর এই নিশুত রাতে কেবল দিলুকেই কিনা একটা ভুতুড়ে, পচা মড়া পিঠে নিয়ে একলাটি গোরস্থানের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। নিজের অবাধ্যতার ফল হাতে-হাতে পেয়ে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

www.shishukishor.org

ঐ তো গাঁয়ের গোরস্থান। দলে দলে বড় বড় কালো কালো গাছ গোরস্থানের চারিদিক ঢেকে দাঁড়িয়ে থেকে চাঁদের আলোকে তার কাছে আসতে দিচ্ছে না।

অমন যে ডানপিটে ছেলে দিলু, তারও বুক এখন আতঙ্কে টিপ, ঢিপ করতে লাগল। একবার ভাবলে, এক ছুটে পালিয়ে যাই। তারপরেই লম্বা-দাড়ি, এক-হাত উঁচু বুড়ো আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা দিলুর মনে পড়ল। নিশ্চয়ই তারা কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে সবই লক্ষ্য করছে । না বাবা, আর তাদের পাল্লায় পড়া নয়। যেমন করে হোক, মড়াটাকে গোর না দিয়ে আজ আর কোন কথা নয়।

গোরস্থানের এক জায়গায় একটা মস্ত গাছ ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু তার কোথাও একটা পাতা পর্যন্ত নেই। শুকনো ডালপালাওয়ালা মরা গাছটাকে দেখলেই মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল অনেকগুলো হাত বাড়িয়ে সবাইকে শাসাচ্ছে।

দিলু তার তলায় গিয়ে ভাবতে লাগল, তাইতে, গোরস্থানে তো এলুম, কিন্তু কোদালও নেই কুড়লও নেই, এখন মাটি খুড়ব কেমন করে! হে লম্বা-দাড়ি বুড়ো হুজুর। আপনি কোথায় আছেন জানিনা, কিন্তু—

দিলুর কানে কানে কে বললে, ঐ শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।

দিলু ভড়কে ও চমকে চারিদিকে তাকিয়েও কারুকে দেখতে পেলে না। তবে কে তার কানের কাছে কথা কইলে?

আবার কে বললে, ঐ শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।

দিলুর গা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিছুই না বুঝে সে বললে, তুমি আবার কে বাবা? দেখা দাও না, অথচ কথা কও?

www.shishukishor.org

—আমি হচ্ছি তোমার পিঠের মড়া।

—“কি বিপদ! তুমিও আবার কথা কইতে পারো নাকি?

—হুঁ, মাঝে মাঝে পারি।

—তাহলে দয়া করে আমার পিঠ থেকে নামো না বাবা! আমি একটু জিরিয়ে নি।

—আগে আমাকে গোর দেবার ব্যবস্থা কর। ঐ শুকনো গাছের তলায় চেয়ে দেখ।

দিলু গাছের তলায় চেয়ে দেখলে সেখানে একখানা কুড়ল আর একখানা কোদাল পড়ে রয়েছে।

তার কানে কানে মড়াটা ফিস্ ফিস্ করে ক্রমাগত বলতে লাগল, আমাকে গোর দাও—আমাকে গোর দাও।

দিলু তাড়াতাড়ি কুড়ল ও কোদাল তুলে নিয়ে এসে মাটি খুড়তে লেগে গেল। খানিকক্ষণ খোঁড়বার পরেই তার কুড়লটা কোন একটা জিনিসের উপরে গিয়ে পড়ল। দিলু হেঁট হয়ে তাকিয়ে দেখলে, একটা কফিন গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কফিনের ডালা খুলে দেখা গেল, তার ভিতরেও রয়েছে আর একটা মড়া!

দিলু বললে, একই গোরে দুটো লাশ রাখা তো চলবে না। ওহে আমার পিঠে-মড়া মড়া মনি ! তোমাকে এখানে গোর দিলে তুমি আপত্তি করবে না তো?

মড়া জবাব দিলে না। দিলু মনে মনে বললে, বাচা গেছে, মড়াটা এইবারে বোধহয় আবার বোবা হল, কথা কয়ে আর আমাকে ভয় দেখাবে না— এই বলে সে হাতের কুড়লটা অন্তমনস্ক হয়ে ফেলে দিলে। কিন্তু কুড়লটা গিয়ে পড়ল গোরের ভিতরকার মড়াটার গায়ের উপরে। সঙ্গে সঙ্গে গোরের ভিতরেই মড়াটা

www.shishukishor.org

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে যাতনায় চেঁচিয়ে উঠল, উঁ: হুঃ! হুঃ —যা! যা! যা! নইলে এখনি মরবি, মরবি, মরবি ’ বলেই আবার সে কবরের ভিতরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে পড়ল ।

দিলুতে তখন আর দিলু ছিল না। তার মাথার চুলগুলো যেন সজারুর কাঁটার মতন সিঁধে হয়ে উঠেছে আর সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে। অন্ধের মত চোখ বুজে চট্‌পট্‌ কোদাল দিয়ে মাটি তুলে সে কবরটা আবার বুজিয়ে দিলে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, বাপ! আর বোধহয় ওটা মাটি ফুড়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

খানিক হাঁপ ছেড়ে দিলু আরো কয় পা এগিয়ে আবার মাটি খুড়তে আরম্ভ করলে। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, সে কবরটার ভিতরে রয়েছে একটা শুটকী বুড়ীর মড়া। এ মড়াটা বোধহয় আগের মড়াটার চেয়েও বেশী জ্যান্ত। কারণ, ভালো করে মাটি খুড়তে না খুড়তেই সে চট্‌ করে উঠে বসে চ্যাঁচাতে সুরু করলে—‘হু হু হু হু হু ! কে রে ছোড়া তুই? কে রে ছোড়া তুই?

দিলু ভয়ে পেছিয়ে এল।

কোন জবাব না পেয়ে শুটকী বুড়ীর মড়াটা ধীরে ধীরে দুই চোখ মুদে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে আবার কবরের ভিতরে শুয়ে পড়ল। দিলুও যে তখনি তাকে মাটি চাপা দিতে দেরি করলে না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সে আবার আর একটা জায়গা খুড়তে শুরু করলে। কিন্তু এবারে যেই মাটির ভিতর থেকে আর একটা মড়ার একখানা হাত দেখা গেল, অমনি সে তার উপরে মাটি চাপ দিয়ে বললে, নাঃ, এ গোরস্থানে দেখছি সব কবরই আজ ভর্তি!... এখন আমার উপায় কি হবে? আমার পিঠের মড়া পিঠ থেকে নামাই কেমন করে? এ গাঁয়ে তো আর কোন গোরস্থান নেই।

www.shishukishor.org

যাঁহাতক এই কথা বলা, পিঠের মড়া অমনি দিলুর কানে কানে ফিসফিস করে বললে, মামুদপুরের গোরস্থানে। ঐদিকে – বলেই মড়া তার বা হাতখান এগিয়ে দিয়ে অঙ্গুলীনির্দেশ করলে।

প্রাণের দায়ে দিলু সেইদিকেই অগ্রসর হল। দু-চারবার এবড়ো-থেবড়ো আঁকবাঁক পথে সে হোঁচট খেয়ে 'পপাত ধরণীতলে' হল, কিন্তু তার গলা ও কোমর থেকে মড়ার হাত-পায়ের বজ্র-আঁটুনি তবু আলগা হল না। তার পিঠের উপরে এই বিভীষণ মোট দেখে প্যাঁচারা চেঁচিয়ে বাদুড়দের শুনিয়ে কি যেন বলতে লাগল,—আশপাশের জলাভূমির মধ্যে আলেয়ার আলোগুলো যেন আরো বেশ জ্বলজ্বলে ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। দিলু বারংবার নিজের মনেই প্রার্থনা করতে লাগল – আল্লা, আমাকে দয়া কর। আল্লা, আমাকে দয়া কর। মামুদপুরকে তাড়াতাড়ি কাছে এনে দাও !

শেষটা সে মামুদপুরে এসে হাজির হল।

মড়া বললে, ঐ গোরস্থান। আমাকে গোর দাও—শীগগির আমাকে গোর দাও!

এইবারে এই ছিনে-জোক দুর্দান্ত মড়ার কবল থেকে নিস্তার পাবে বলে দিলু হনহন করে পা-ফুটে। গোরস্থানের দিকে চালিয়ে দিলে।

কিন্তু বেশী এগুতে হল না,হঠাৎ দিলু মুখ তুলেই চক্ষু স্থির করে রইল। ওরে বাবা!

মামুদপুরের গোরস্থানের পাঁচিলের উপরে পালে পালে ভূত আর পেত্নী বসে আছে। কেউ খুব-বুড়ো, কেউ আধা-বুড়ো, কেউ যুবো, আর কেউ-বা শিশু। তাদের প্রত্যেকের চোখ উকুনের জলন্ত কয়লার মত দপ, দপ, করছে।

www.shishukishor.org

একটা বেজায় রোগা আর ঢাঙা ভূত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মাথার উপরে তুটো হাত নেড়ে ক্রমাগত বলতে লাগল—এখানে হবে না— এখানে ঠাঁই নেই—এখানে হবে না—এখানে ঠাঁই নেই—এখানে হবে না—প্রভৃতি।

আর একটা বেজায় মোটা ভূত হঠাৎ পাঁচিল থেকে মাটির উপরে থপাস করে লাফিয়ে পড়ে খোনা সুরে বলতে লাগল—

"শোন তবে কান পেতে ওরে দুরাচার!
তোকে মোরা খাব করে চাটুনি-আচার।
চোখদুটো ছিঁড়ে নিয়ে খেলা যাবে ভাঁটা,
আঙুল ভাজিয়া হবে চচ্চড়ীর ডাটা।
লোমে তোর বানাইব শীতের কম্বল।
মেটুলিতে হবে খাসা রসালে অম্বল,
ঠ্যাঙের রাঙেরে খাব করিয়া ডানলা।
নাড়ী-ভুড়ি শুষ্ক করি টাঙাব আনলা,
হৃৎপিণ্ড কাটিয়া হবে দেয়ালের ঘড়ি,
হাড়ের গুড়োতে হবে দাঁত-মাজা খড়ি।
শোন ছুঁচো, কাণামাছি, শোন রে মশক।
চুল-দাড়ি ছেটে নিয়ে করিব তোষক।
চেঁচে নিলে ছালখানা গায়ে হবে জামা,
নাদা পেটে তৈরি হবে তোফা এক ধামা।"

www.shishukishor.org

এ-রকম সব ভয়ানক কথা শুনলে কোন ভদ্রলোকেরই আর এগুবার ভরসা হয় না—দিলুরও হল না। কিন্তু দিলুর পিঠের মড়া তার কানে কানে বললে, গোর দাও, গোর দাও, আমাকে গোর দাও; বলতে বলতে সে তার হাতের বাঁধন আরও শক্ত করে তুললে যে, দম বন্ধ হয়ে দিলুর প্রাণ যায় আর কি! ,

কি আর করে,—মরেছি, না মরতে আছি, যা হবার তাই হোক, —এই ভেবে দিলু পায়ে-পায়ে আবার এগুতে স্বরু করল।

আর যায় কোথা? মামুদপুরের গোরস্থানের ভূত-পেত্নীরা পাঁচিলের উপরে দাঁড়িয়ে উঠে খনখনে আওয়াজে সমবেত সঙ্গীত আরম্ভ করলে –

'ধর ধর। মার মার! হুম্ হুম্ হুম্ হুম্!
ঠাস করে মার চড়, আর কিল গুম্-গুম্।
গো-ভূতকে ডেকে আন—শিঙে তার খুব ধার।
মামদোরা তেড়ে যাক্-হুঁসিয়ার। মার মার!

আচম্বিতে কোথা থেকে দুখানা অদৃশ্য হাত এসে দিলুর চুলের মুঠি ধরে বারকয়েক ঝাঁকানি মেরে, তাকে শূন্যে তুলে বলের মত চার-পাঁচবার লোফালুফি করলে এবং তারপরে তার দেহটাকে পাশের এক খানায় ছুড়ে ফেলে দিলে।

সেই বিশ্রী একগুঁয়ে মড়াটা তবু দিলুর পিঠ ছেড়ে একটুও নড়ল না! কোনরকমে আধ-মরা হয়ে দিলু হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে, পাঁচিলের উপরে তাল ঠুকতে ঠুকতে ভূতপেত্নীরা তখন গাইছে—

'আয় দিকি, আয় দিকি! ফের হেথা আয় দিকি!

www.shishukishor.org

এবারেতে করে দেব ঢিকি-ঢিকি হিকি-হিকি।

ঢিকি-ঢিকি হিকি-হিকি যে কাকে বলে, দিলু তা জানত না— জানবার সাধ ও তার আর ছিল না। সে খালি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে, ওগো পিঠে-চড়া মড়া মশাই! মরেও যখন আপনি মরেননি, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন? অার কি ওখানে আমাদের যাওয়া উচিত? তাহলে আমি তো মরবই, আপনারও হাড় কখানা আর আস্ত থাকবে না।

মড়া হঠাৎ তার একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে একদিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করে বললে, হোসেন-ডাঙার গোরস্থান। ঐদিকে।

দিলু বললে, আবার। আপনি তো মরেছেনই, এবারে আমাকেও মারলেন দেখছি।

একটা খোড়া ভূত তখন নেংচে নেংচে নাচতে নাচতে গান ধরেছে—

‘দেব তেড়ে শিং নেড়ে তোর পেটে ঢুঁ,
হুঁস করে যাবি উড়ে ঝাড়ি যদি ফুঁ!
ভারি অামি কড়া লোক, ভয়ানক গোঁ!
ঠাস করে খাবি চড়, কান হবে ভোঁ।
সুড় সুড় সরে পড়, কোরোনাকে ঢুঁ।

দিলুর আর ঢুঁ শব্দ করবার সাধও ছিল না। সে কাঁপতে কাঁপতে ও মাতালের মত টলতে টলতে কোনক্রমে আবার এগিয়ে চলল। সে বেশ বুঝলে, আজ আর তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পাগলের মত কতক্ষণ সে যে পথ

www.shishukishor.org

চলল, কিছুই জানতে পারলে না, কিন্তু মড়াটা যখন অচম্বিতে তার কানে কানে বললে, ঐ হোসেন-ডাঙার গোরস্থান,—তখন সে চমকে চেয়ে দেখলে, পূর্বআকাশের অন্ধকার বুকের ভিতর থেকে একটু একটু করে রূপোলী আলোর আভা ফুটে উঠছে।

মড়া বললে, আর সময় নেই—আর সময় নেই! গোর দাও, আমাকে গোর দাও।

কিন্তু আগেকার গোরস্থানে যে-কাণ্ডটা হয়েছিল, সেটা মনে করে দিলু আর অন্ধের মত এগিয়ে গেল না। ভালো করে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যখন সে দেখলে, ভূত-পেত্নীরা এখানেও সমবেত-সঙ্গীত গাইবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নেই, তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুব সাবধানে হোসেন-ডাঙার গোরস্থানে প্রবেশ করলে।

মড়া আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ঐখানে। ঐখানে?

দিলু আরো কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই দেখলে, একটা কবরের পাশেই একটা কফিন পড়ে রয়েছে। কবরটা নতুন খোড়া হয়েছে এবং কফিনের ভিতরে মড়া-টড়া কিছু নেই।

দিলু বললে, বুঝেছি মড়া মশাই, বুঝেছি। আপনি আমার পিঠে চড়ে আজ আরাম করবার জন্যে এই কফিন থেকেই পালিয়ে এসেছেন। কিন্তু আগেই এ-কথাটা জানিয়ে দিলে আমাকে তো আর এমন সাত ঘাটের জল খেয়ে মরতে হত না। মড়া ঠিক মড়ার মতই বোবা হয়ে রইল। দিলু তখন কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি রাত বারোটা থেকে যে ভয়ানক মড়াটা তার পিঠ ছেড়ে একবারও নামবার নাম করেনি, হঠাৎ সে তার হাত আর পা দুটো দিলুর গলা আর কোমর থেকে খুলে নিয়ে ধপাস করে সেই কবরের কফিনের ভিতরে গিয়ে পড়ে

www.shishukishor.org

একেবারে স্থির হয়ে রইল। পাছে আবার তার জ্যান্ত মানুষের পিঠে চড়বার সখ হয়, সেই ভয়ে দিলু খুব তাড়াতাড়ি তার উপরে মাটি চাপা দিয়ে ফেললে।

বাড়ীতে ফিরে এসে দিলু তার বাবার দুই পা ধরে বললে, বাবা, আজ থেকে তুমি যা বল তাই শুনব।

দিলু নিজের কথা রেখেছিল। সে আর কখনো বাবার অবাধ্য হয়নি।

www.shishukishor.org